বিশ্ববরেণ্য ওলামায়ে কেরামের

দৃষ্টিতে

মাওলানা মওদূদী ও জামাআতে ইসলামী

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝

বিশ্ববরেণ্য ওলামায়ে কেরামের

দৃষ্টিতে—

মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী

সংকলনে ঃ—আরেফ দেহলুবী বি, এ,

ভাষান্তরে ঃ—আলম হাতিয়ূবী এম, এম,

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। আধুনিক প্রকাশনী

১৩, প্যারীদাস রোড, ঢাকা—১

২। হাদীছ মঞ্জিল

২০, প্যারীদাস রোড, ঢাকা—১

www.pathagar.com

প্রকাশক :
আবুল এরফান মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান
ডাকঘর :—বুড়িরচর, হাতিয়া,
নোয়াখালী

সর্বস্বত্ব অনুবাদকের :

মূল্য : পাঁচ টাকা মাত্র।

মুদ্রণে :
তাওয়াক্কাল প্রেস

www.pathagar.com

পেশ কালাম

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

ইতিহাস সাক্ষী যে, যে কোন যুগে, যে কোন দেশে, যে কোন আল্লাহর বান্দাহ আল্লাহর দীনকে তথা আহ্কামে এলাহীকে আল্লাহর যমীনে তথা আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তথা আল্লাহর পথে আল্লাহর বান্দাহদেরকে সমবেত হবার জন্য আহ্বান জানায়েছেন, তখনি গোমরাহ ও বাতিল পন্থীদের তরফ থেকে এসেছে বাধা-বিপত্তি, বিরোধিতা এমন কি কুফরির ফতুয়াও। অতঃপর দেখা যায় কালক্রমে তাঁদের খিলখনি ও দাওয়াত বুঝতে চেষ্টা করে অন্তরের পর্দা খুলে গেলে আবার তাঁদেরকেই মুজাদ্দিদে মিল্লাত খেতাবে ভূষিত করা হয়। আর মরে গেলে তাঁদের নামের সাথে যোগ করে দেয়া হয় "রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি"।

তাই ইতিহাস খোজ করলে দেখা যাবে যে, এ বিরোধিতা ও ফতুয়া থেকে রেহাই পাননি প্রসিদ্ধ চারি ইমামের কেউই। ইমামে আযম আবু হানীফা (রহঃ) ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে তো সরকারের পদলেহী গোমরাহ কতিপয় আলেমের প্ররোচনায় সরকারী কোপানলে পড়ে অমানুষিক নির্যাতনও ভোগ করতে হয়েছে। এমন কি ইমাম আযম ছাহেব তো কারাগারেই শাহাদাত বরণ করলেন। ইমাম গাজ্জালীর বিরুদ্ধবাদীরাতো তাঁকে কুফরীর ফতুয়া দিয়ে তাঁর অমূল্য গ্রন্থরাজিকে কুফরী উৎপাদনকারী বলে পুড়ে ছারখার করে দিল। এ কুফরী ফতুয়া থেকে রেহাই পা[illegible]

www.pathagar.com

ইদানিং এর হযরত মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ), মাওলানা রশীদ আহমদ গুঙ্গুহী (রহঃ), মাওলানা কাছেম নানুতুভী (রহঃ), মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানবী (রহঃ), দেওবন্দের হযরত মাওলানা হোসাইন আহ্‌মদ মদনী (রহঃ) এবং তাবলীগ জামাত প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইল্‌ইয়াস্ (রহঃ)ও।

কালের এ স্রোতধারানুযায়ী জামাআতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বের প্রখ্যাত ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীও এ ফতুয়াবাজী থেকে রেহাই পাননি। স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদী মহল মাওলানাকে কাফের না বললেও গোমরাহ বলতে দ্বিধা বোধ করে নি এবং জামাআতে ইসলামীকে গোমরাহের দল, মাওলানার লিখিত অসংখ্য গ্রন্থরাজী পাঠ করা হারাম ও না জায়েয বলতে লজ্জা বোধ করে নি। আমরা এখানে মাওলানার কিঞ্চিৎ পরিচয় ও বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতার মূল কারণ কি? তার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত পেশ করে পেশ কালাম শেষ করব।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঃ

আধুনিক বিশ্বের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর ৩৬ তম পূর্বপুরুষ হলেন সাইয়েদুশ শোহাদা হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)। এদিক দিয়ে মাওলানা সাইয়েদ বা আওলাদে রাসূল বংশোদ্ভুত। তাই তাঁর নামের পূর্বে লিখা হয় সাইয়েদ। আর চিশতীয়া তরীকার বিশিষ্ট পীর [illegible] খাজেগান হযরত কুতুব উদ্দীন মওদূদ চিশতী (রাঃ)

www.pathagar.com

হ'লেন তাঁর ২৩তম পূর্বপুরুষ। তাই তিনি নামের শেষে বংশ পরিচয়ের নিমিত্ত যোগ করেন মওদূদী। পক্ষান্তরে ভারতীয় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম সুফী সাধক হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ)-এর পরদাদাও হলেন এই খাজায়ে খাজেগান সাইয়েদ কুতুবউদ্দীন মওদূদ চিশতী (রহঃ)।

ইংরেজী ১৯০৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর মোতাবেক ৩রা রজব ১৩২১ হিজরী সালে দাক্ষিণাত্যের আওরঙ্গাবাদ শহরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে মাওলানা মওদূদী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ব্যারিষ্টার সাইয়েদ আহমদ হাসান মওদূদী জনৈক পীরে কামেলের ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক তাঁর পূর্বপুরুষদের যিনি প্রথম ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করেন তাঁর নামানুসারে ছেলের নাম রাখেন আবুল আ'লা। মাওলানা মওদূদীর পরিবার তৎকালীন বৃটিশ ভারতে ইংরেজদের প্রভাবান্বিত সভ্যতা সংস্কৃতির নামে উচ্ছৃখলতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাই পিতা আহমদ হাসান মওদূদী উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে স্বগৃহেই ছেলের প্রাথমিক শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন। মাওলানা অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন, তাই অল্প দিনের মধ্যেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে আরবী, ফার্সী ও উর্দ্দু ভাষায় অগাধ ব্যুৎপত্তি লাভ করার সাথে সাথে কোরআন, হাদীচ ও ফেকাহ শাস্ত্রেও বেশ জ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর সুযোগ্য ওস্তাদের পরামর্শানুযায়ী তাঁর পিতা তাঁকে আওরংগাবাদের ফাওকানিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করায়ে দেন। এখানে বালক মওদূদী আরবী ও ফার্সীর সাথে সাথে ইংরেজী, অঙ্ক, ভূগোল

www.pathagar.com

শাস্ত্রেও বেশ জ্ঞান লাভ করেন। শিক্ষকগণ তাঁর অপূর্ব মেধাশক্তি ও প্রতিভা দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হন।

১৯১৪ ইংরেজী সালে তিনি মৌলভী পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। অতঃপর শিক্ষকগণের পরামর্শক্রমে হায়দ্রাবাদের ওচমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পিতার অসুস্থতায় আর্থিক অনটনের কারণে মাওলানার অধ্যায়ণ বন্ধ হয়ে যায়। তাই তাঁকে বাধ্য হয়ে কর্মময় জীবনে প্রবেশ করতে হয়। ১৯২০ সালে মাওলানার পিতা ব্যারিষ্টার আহমদ হাসান মওদূদী ইন্তেকাল করেন।

১৯১৮ ইংরেজী সাল থেকে মাওলানা তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাথে বিজনৌর হতে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ মদীনা পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯২০ সাল থেকে তিনি উক্ত পত্রিকা সম্পাদনার পূর্ণ দায়িত্ব লাভ করেন। এই সময়ে তিনি জব্বলপুর থেকে প্রকাশিত 'তাজ' পত্রিকারও সম্পাদনা করতেন। এ বৎসর সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার তাজ পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দিলে মাওলানা দিল্লী গমন করেন। এখানে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সভাপতির অনুরোধে জমিয়ত প্রকাশিত 'মুসলিম' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর এ পত্রিকাও বন্ধ হয়ে গেলে জমিয়ত প্রকাশিত অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক 'আল জমিয়ত' পত্রিকার সম্পাদনার দায়ীত্ব মাওলানার উপর ন্যাস্ত হয়। ১৯২৮ সালে জমিয়তের কংগ্রেস ঘেঁষা নীতির সাথে একমত না হতে পারায় তিনি 'আল জমিয়ত' পত্রিকার সম্পাদনার দায়ীত্ব পরিত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

অতঃপর ১৯৩২ ইং-এ দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ থেকে 'তরজমানুল কোরআন' নামক মাসিক পত্রিকা বের করেন। এর থেকেই মাওলানা মওদুদীর চিন্তাধারার প্রসার লাভ ঘটে। মরহুম আল্লামা ইকবাল মাওলানার 'তরজমানুল' কোরআন পাঠ করে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, শেষ পর্য্যন্ত মাওলানা মওদুদীকে তাঁর অনুরোধে হায়দ্রাবাদ ত্যাগ করে লাহোরে বসতি স্থাপন করতে হয়।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে আগষ্ট মোতাবেক ১৩৬০ হিজরীর ১লা শাবান মুসলিম মিল্লাতকে একটি সুসংগঠিত আদর্শবাদীদলে সংঘবদ্ধ করার নিমিত্ত মাত্র ৭৫ জন কর্মী নিয়ে তিনি 'জামাআতে ইসলামী' নামে একটি দল বা সংগঠন কায়েম করেন। জামাআত প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই ইসলামী আন্দোলনের কাজ চালায়ে আসছে, যার ফলে আজ পাকিস্তানে খতমে নবুয়ত বিরোধী কাদিয়ানী দল সংখ্যালঘু অমুসলিম ঘোষিত হয়েছে। আর জামাআতের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও আমরণ সংগ্রামের ফলেই পাকিস্তানে কায়েম হতে যাচ্ছে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা।

মুসলিম নবজাগরণের ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদীর রচিত দুশতাধিক গ্রন্থ এ আন্দোলনে বিরাট অবদান রেখেছে। মাওলানার বইসমূহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে লক্ষ লক্ষ কপি বই সারা বিশ্বে ইসলামী ভাবধারা প্রসারে বিরাট অবদান রেখে চলছে। ইদানিং সউদী আরাবীয়ার রাজধানী রিয়াদে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী রিসার্চ একাডেমী মাওলানা মওদুদীকে আন্তর্জাতিক পুরস্কারে শোভিত করেন। মাওলানা পুরস্কার লব্ধ এ দু

www.pathagar.com

তথা পাকিস্তানী ১২ লক্ষ টাকা জামাআতকে দান করেন। মোট কথা এই যে, মাওলানা মওদূদী বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন ইসলামী চিন্তাবিদ। এর বেশী আর কিছু লিখে বইর কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। বিস্তারিত জানতে হলে পাঠ করুন! আব্বাস আলী খান রচিত, 'একটি নাম একটি ইতিহাস'।

বিরোধিতার মূল কারণ :

আগেই বলা হয়েছে যে, জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের হিন্দু ঘেঁষা নীতির কারণে মাওলানা মওদূদী জমিয়ত প্রকাশিত 'আল জমিয়ত' পত্রিকার সম্পাদনার দায়ীত্ব ছেড়ে দেন। অতঃপর মুসলিম লীগ যখন হিন্দু মুসলিম দু'জাতির দাবী উত্থাপন করলেন আর ভারতীয় মুসলমানেরা এ দাবীর সমর্থনে সমবেত হ'তে লাগল তখন হিন্দু-কংগ্রেস বিভ্রান্ত ও বিব্রত হয়ে পড়ল। তাই তারা মরহুম মাওলানা হোসাইন আহমদ মদনীর হাতে 'জাতিয়তাবাদ' নামে একটি বই লিখান। যাতে ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয় এবং প্রমাণ করা হয় যে, ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাসকারী হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান, বুদ্ধ ও জৈন সবাই একজাতি। এর বিরুদ্ধে মুসলিম মনীষীগণ প্রতিবাদের ঝড় তুললেন, আল্লামা ইকবাল তো প্রশ্ন করেই বসলেন যে, "তা হোলে মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু লাহাব আরবী বলে কি একই জাতি?"

এ যুগ সন্ধিক্ষণে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীও বসে থাকতে পারেননি। তিনি তাঁর ক্ষুরধার লিখনির সাহার্যে এর তিবাদ জানালেন 'মাসয়ালায়ে কাওমিয়াত' বা 'জাতীয়-

www.pathagar.com

তাবাদ সমস্যা' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করে, যাতে কোরআন ও হাদীচ দ্বারা প্রমাণ করে দেয়া হল যে, জাতি গঠিত হয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে। যারা আল্লাহ ও মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাতেমুন নাবীয়ীন বা শেষ নবী হিসেবে মেনে চলে তারা হল একজাতি 'মুসলিম, আর যারা এতে বিশ্বাস স্থাপন করে না তারা হল অন্যজাতি অর্থাৎ কাফের। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই জাতি গঠিত হয় বিধায় কোরান ও হাদীচের দৃষ্টিতে হিন্দু ও মুসলিম কখনও একজাতি হতে পারে না। মরহুম মাওলানা হোসাইন আহমদ মদনী ছাহেব যেহেতু হিন্দু ও মুসলিমকে একজাতি বলেছিলেন তাই উক্ত গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে মাওলানা মদনীর নাম নিয়ে সমালোচনা করা হয়। আর এ সমালোচনার কারণে মাওলানা মদনী ছাহেবের ভক্তবৃন্দ মাওলানা মওদূদীর গ্রন্থরাজির মধ্যে লা মজহাবী ও কুফরীর গন্ধ আবিষ্কার করতে লাগল। দুদিন আগেও যে মওদূদী তাদের নিকট 'ফকীহে উম্মত' বা জাতির চিন্তাবিদ হিসেবে সম্মানিত ছিল তিনি এখন গোমরাহ ও পথভ্রষ্টকারী হিসেবে পরিচিত হতে লাগলেন। এই হল বিরোধিতার মূল ইতিহাস।

অতীত নির্বাক সাক্ষী যে, ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানগণ হিন্দু মুসলিম একজাতিত্বের গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যান্‌নি বরং মাওলানা মওদূদীর কোরআন-হাদীচের আলোকে প্রদর্শিত নীতিতে দ্বিজাতিত্বের ভিত্তিকে মেনে নিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের পিছনে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যার ফলে হিন্দু কংগ্রেসও এ দ্বিজাতিত্ব নীতি

www.pathagar.com

নিতে বাধ্য হয়। যদ্দরুন ১৯৪৭ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রস্থানের পর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। যার একাংশ আজ বাংলাদেশ নামে অভিহিত।

সে দিন যদি মাওলানা মওদুদী ক্ষুরধার লিখনীর সাহার্য্যে হিন্দু মুসলিম এক জাতিত্বের মতবাদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে না লাগতেন তাহোলে হয়তো আজ ইসলামের ইতিহাসই বিকৃত হয়ে যেত।

অতীতের ঘটনাপ্রবাহ সাক্ষী যে, দেশ বিভক্তির পর জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ আজ পর্য্যন্তও ভারতে কংগ্রেসকে সমর্থন করে আসছে। কংগ্রেসের সমর্থনে তারা কংগ্রেসের হাঁর সাথে হাঁ মিলায়ে চলছে। ভারতের গত ত্রিশ বছরে সহস্রাধিক দাঙ্গায়, গো-জবেহ বন্ধ আইন পাস ও আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়কে ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার সময় আমরা তাদেরকে মুসলিম স্বার্থের পক্ষে দেখতে পাচ্ছি না। একমাত্র ইণ্ডিয়ান মুসলিম লীগই তথায় মুসলমানদের স্বার্থে সংগ্রাম করে আসছে। যাক ওসব কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই।

আমরা এখন স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীন নাগরীক। এ দেশের শতকরা ৯০ জন লোক ইসলামে বিশ্বাসী তথা খাঁটি মুসলমান। এদেশের মুসলমানরা সরলমনা এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি এত অনুরক্ত যে, ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু দেখলে তারা নিজেদের জান কোরবান করে দিয়েও তা প্রতিরোধ করতে বদ্ধপরিকর। এমতাবস্থায় এদেশের আলেম সমাজ তথা বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা করা যে, যে দেশের শতকরা ৯০ জন মুসলমান সে দেশে প্রশ্ন

www.pathagar.com

উঠেছে এদেশের শাসন বিধান ইসলামী হবে না ধর্মনিরপেক্ষ হবে ? এ কিসের আলামত ? নিজেদের খুটিনাটি বিষয়ের মতবিরোধ ও আত্মকলহের কারণে আদর্শ বিবর্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলসমূহ আজ আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসের উপর আঘাত হেনে কথা বলতে দ্বিধাবোধ করছে না।

তাই বলছি, আপনি যে মত ও পথেরই লোক হউন না কেন ? আপনার কর্মপদ্ধতি ও নীতি যাই হউক না কেন ? আসুন, আমরা এক পয়েন্ট বা বিন্দুতে এক হয়ে যাই। তা হোল আল্লাহর এ যমীনে আল্লাহর দীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ পয়েন্টে যদি আমরা একে অপরের সহযোগীতা করতে থাকি। তা'হলে দেখতে পাবেন এদেশের শতকরা ৯০ জন লোকই আপনাদের 'পিছনে' নারায়ে তাক্‌বীর ধ্বনী দিচ্ছে।

এদেশে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য যারা কাজ করছে তাদের মধ্যে জামাআতে ইসলামীও একটি বিশিষ্ট সংগঠন। তাদের সুসংগঠিত একটি কর্মী বাহিনী রয়েছে, তারা আল্লাহর এ যমীনে আল্লাহর দীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমাদের আলেম সমাজের একাংশ তাদের বিরোধিতা করেই চলেছে। তাই আমরা বক্ষমান পুস্তকের সাহায্যে এটাই দেখাতে প্রয়াস পেয়েছি যে, আলেম সমাজের একাংশ মাওলানা মওদুদী ও জামাআতে ইসলামীর বিরোধীতা করলেও আবার বিরাট একাংশ এর পক্ষেও আছেন, পক্ষসমর্থনকারী আলেমদের মর্য্যাদাও বিরুদ্ধবাদী আলেমদের মর্যাদার চাইতে কোন অংশে কম নয়। তাই আমাদের এদেশের আলেম সমাজ

www.pathagar.com

ইসলামপ্রিয় জনসাধারণের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ যে, আপনারা আল্লাহর ওয়াস্তে আত্মকলহ ভুলে গিয়ে কুফরীর বিরুদ্ধে আল্লাহর এ যমীনে আল্লাহর এ দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্ত সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করুন। আমীন! চুম্মা আমীন !!

বিনীত :—

৯ই মে—১৯৭৯ ইং

অনুবাদক—

এ পুস্তকে নিম্নের প্রশ্নসমূহের উত্তর দেয়া হয়েছে—

১। জামাআতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে বর্ণিত মৌলিক আকীদার ২য় অংশের ৬ষ্ঠ ধারা যা' নিম্নে উদ্ধৃত করা হল তা' কোন মুসলমানের আকীদা হ'তে পারে কি না ?

"আল্লাহর রাসূল ভিন্ন আর কাউকে সত্যের মাপকাঠি হিসেবে মেনে নেবে না, আর কাউকে আলোচনার উর্দ্ধে মনে করবে না, কারো অন্ধ অনুকরণ করবে না, বরং প্রত্যেককে আল্লাহ প্রদত্ত এ মাপকাঠিতেই যাঁচাই বাছাই করবে। এ মাপকাঠির দৃষ্টিতে যাকে যে মর্যাদা দেবার তাকে সে মর্যাদাই দেবে।"

২। জামাআতে ইসলামী মোটামুটিভাবে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না ?"

৩। জামাআতে ইসলামীর বই-পুস্তক পড়া জায়েয কি না ?

৪। এ জামাআতের লোকদিগকে কোন দীনী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে রাখা যায় কি না ? এবং ঐসকল প্রতিষ্ঠানের [illegible]হানুভূতি করা জায়েয কি না ?

www.pathagar.com

৫। জামাআতে ইসলামীর সাথে কোন প্রকার সংশ্রব ও সহযোগিতা জায়েয কি না ?

৬। বর্তমান যুগে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ও তাঁর সাহিত্যের মর্য্যাদা ও গুরুত্ব কতটুকু ?

৭। জামাআতে ইসলামী কি পথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্টকারী দল ?

৮। জামাআতে ইসলামীর বিরুদ্ধে প্রচারণা ও মাওলানা মওদূদীর উপর আরোপিত দোষসমূহের মূল্য কতটুকু ?

৯। মাওলানা মওদূদী কি মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও ইসলামী চিন্তাবিদ ?

১০। মাওলানা মওদূদী ও জামাআতে ইসলামীর আন্দোলন কি ইসলাম বিরোধী ?

১১। মাওলানা মওদূদীর জীবন শরীয়তের পাবন্দ কি না ?

১২। মাওলানা মওদূদী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত কি না ?

১৩। মাওলানা মওদূদীর রচিত পুস্তকসমূহ কি কোরআন ও হাদীচের পরিপন্থী ?

১৪। মাওলানা মওদূদী কি নূতন ইসলাম পেশ করেছেন ?

১৫। জামাআতে ইসলামী ও মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর বিরোধিতার মূল কারণ কি ?

———

www.pathagar.com

।। সূচীপত্র ।।

১।	পেশ কালাম—জামাআতে ইসলামী ও মাওলানা মওদূদীর বিরোধিতার মূল কারণ	
২।	মুফ্‌তীয়ে আযম ফিলিস্তিনের ফতুয়া	১
৩	মরক্কোর আশশাইখ আবদুল্লাহ কুচুনের ফতুয়া	৭
৪।	মসজিদে হারামের মুদাররিস্ শাইখ আবদুল আযীয্ বিন বায ছাহেবের ফতুয়া	১৪
৫।	মিশরের মুফ্‌তী মোহাম্মদ মাখলুফ ছাহেবের ফতুয়া	১৮
৬।	দামেশকের প্রধান বিচারপতির অভিমত	২২
৭।	মিশরের মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ প্রধানের আবেগ	২৩
৮।	আলজিরিয়ার জমিয়তুল ওলামায়ে মুসলিমীনের সভাপতির অভিমত	২৪
৯।	সিরিয়া সরকারের সাবেক শিক্ষা মন্ত্রীর অভিমত	৩০
১০।	আলজিরিয় ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে মওলানা মওদূদী	৩১
১১।	মিশরের ধর্মীয় সংস্থা সমূহের অভিমত	৩১
১২।	ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের দৃষ্টিতে মওলানা মওদূদী	৩২
১৩।	মাওলানা মওদূদী মুসলিম বিশ্বের আমানত	৩৩
১৪।	ইরাকের শিয়া প্রধান নেতা ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত প্রধানের বিবৃতি	৩৩
১৫।	মিশরের নুরুল মাশায়েখ মুজাদ্দেদীর বিবৃতি	৩৫
১৬।	মাওলানা আবুল কালাম আযাদের মন্তব্য	৩৫
১৭।	মুফতী মোহাম্মদ শফী ছাহেবের অভিমত	৩৬
১৮।	দেওবন্দ মাদরাসার মুহতামিম ছাহেবের অভিমত	৩৭
১৯।	হযরত মাওলানা আবুল হাসান নদভীর অভিমত	৪০
২০।	পাকিস্তান আহলে হাদীচ সংগঠনের সভাপতির অভিমত	৪০

www.pathagar.com

২১। হযরত মাওলানা ইদরীস কান্দালুভীর ফতুয়া ৪১
২২। হযরত আল্লামা মানাযের আহ্সান গীলানীর অভিমত ৪৪
২৩। মুফতী মুহম্মদ সায়ীদ ছাহেবের ফতুয়া ৪৬
২৪। টুঙ্ক এর সাবেক মুফতী ছাহেবের ফতুয়া ৪৭
২৫। মাওলানা আমের ওচ্মানী দেওবন্দীর অভিমত ৪৭
২৬। হযরত মাওলানা যাফর আহমদ ওচমানীর অভিমত ৪৮
২৭। ভূপাল রাজ্যের কাযী ছাহেবের অভিমত ৪৯
২৮। টুঙ্কএর মুফতী ছাহেবের ফতুয়া ৫০
২৯। টুঙ্ক দারুল উলুম খলীলিয়ার প্রধান শিক্ষকের অভিমত ৫১
৩০। হযরত মাওলানা মন্যুর নো'মানীর অভিমত ৫২
৩১। ,, ,, ছদরুদ্দীন ইছলাহীর অভিমত ৫৩
৩২। ,, ,, ওবায়েদুল্লাহ রহমানীর ফতুয়া ৫৪
৩৩। ,, ,, চেরাগ ছাহেবের অভিমত ৫৫
৩৪। ,, ,, মোহাম্মদ নাযেম ছাহেবের অভিমত ৫৬
৩৫। ,, ,, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ফাযেলে দেওবন্দ-এর অভিমত ৬০
৩৬। বাংলাদেশের কয়েকজন প্রখ্যাত আলেমের অভিমত ৬২
৩৭। হযরত মাওলানা আবদুল আলী আহমদের অভিমত ৬৫
৩৮। মাদরাসায়ে দারুল হুদার ছদরে মুদাররিসের ফতুয়া ৫৫
৩৯। হযরত মাওলানা গোলাম ইয়াসীন ও শাব্বীর আহমদ ছাহেবের স্বাক্ষর ৬৬
৪০। হযরত মাওলানা নযীর আহমদ রহমানীর অভিমত ৬৭
৪১। আহলে হাদীচ পত্রিকার সম্পাদকের অভিমত ৬৭
৪২। হযরত মাওলানা মাকবুল ছাহেবের অভিমত ৬৭
৪৩। হযরত মাওলানা আবুল আতা ছাহেবের অভিমত ৬৯
৪৪। হযরত মাওলানা নাযীরুল হক ছাহেবের অভিমত ৭০
৪৫। হযরত মাওলানা দরিয়াবাদী ছাহেবের অভিমত ৭১

www.pathagar.com

আল্লাহ সাক্ষী—যে, কোন ব্যক্তি বা দলের সাথে আমার ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা নেই, আমি শুধু সত্যের বন্ধু ও বাতিলের শত্রু। আমি যা' সত্য বলে মনে করেছি, তার সত্য হওয়া সম্পর্কে দলীল প্রমাণ পেশ করেছি, আর যা' বাতিল বলে মনে করেছি তার বাতিল হওয়া সম্পর্কেও দলীল প্রমাণ বর্ণনা করে দিয়েছি। কেউ যদি আমার মতের বিরোধিতা পোষণ করেন আর দলীল-প্রমাণ দ্বারা আমার মতের ভুল প্রমাণ করে দেন, তাহোলে আমি আমার মত পরিবর্তন করতে দ্বিধা বোধ করব না। এখন কথা হ'ল ঐ সকল ব্যক্তিদের সম্পর্কে যারা শুধু তাদের দল অথবা তাদের প্রিয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কিছু বলা হয়েছে দেখেই রাগান্বিত হয়ে যান এবং ইহা দেখেন না যে, যা' বলা হয়েছে তা হক না বাতিল। তবে এমন লোকদের রাগ ও ক্রোধকে আমি কোন ভ্রুক্ষেপ করি না। আমি তাদের গালিরও জবাব দেব না এবং নিজের মতও পরিবর্তন করব না। (মাওলানা মওদূদী)

১৯৪১ ইংরেজীতে যখন—আমরা ইসলামী আন্দোলন আরম্ভ করেছিলাম তখনই আমাদের পূর্ণ ধারণা ছিল যে, আমরা কি করতে যাচ্ছি এবং দুনিয়াবাসী জনগণ সর্বদা কিভাবে এর সম্বর্ধনা দিয়ে আসছে! সুতরাং আমরা পূর্ব হতেই এ পথের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। কিন্তু দুঃখ হল যে, ইসলামী দাওয়াতের প্রতিবন্ধকতার সম্মান শুধু মুসলমানদেরই অর্জন হচ্ছে, কাফেররা যদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত তাতে বিস্ময় বোধ করার কিছুই ছিল না। কিন্তু মুসলমানদের পক্ষে ইহা বাহ্যতঃ বিস্ময়েরই ব্যাপার। যাহোক দুনিয়ার ইতিহাসে ইহা কোন নূতন ঘটনা নয় যে, কিছু আল্লাহর বান্দাহকে ঐ সকল লোকেরাই কষ্ট দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয় যাদের উপকারার্থে তাঁরা কাজে অগ্রসর হন্।

(সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী—১৯৪৮ ইং)

www.pathagar.com

মুজাহিদে ইসলাম মুফ্‌তীয়ে আ'যম ফিলিস্তিন জনাব আমীনুল হোসাইনী ছাহেবের

—ফতুয়া—

الحمد لله رب العالمين والصلوة على سيد المرسلين سيدنا محمد (ص) وعلى آله واصحابه اجمعين ٥

অতঃপর :— জামাআতে ইসলামীর গঠন তন্ত্রের এই ধারায় যাতে বলা হয়েছে যে, "একমাত্র হযরত খাতেমুন্নাবীয়্যীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত আর সকলের সমালোচনা করা যেতে পারে।" ইহা ইসলামী আকীদা বা ইসলামী মৌলবিশ্বাসের পরিপন্থী নয়। বরং এই বাক্য দ্বারা রাসূলে আযম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্য্যাদা সম্পর্কে যা প্রমাণ করে তা পবিত্র কোরআনের এই আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয় :—

وَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

www.pathagar.com

—(আর তোমাদের কোন বিষয়ে মতদ্বৈততা উপস্থিত হ'লে তবে তোমরা ঐবিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর।) আর উহা এইভাবে করতে হবে যে, উহাকে আল্লাহর কোরআন ও রাসূলের সুন্নাত বা হাদীচ আর উহাতে যেই মৌলিক নিয়ম ও বিশ্বস্থ জীবন চরিত বর্ণনা করা হয়েছে উহার পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষণ নিরীক্ষণ করতে হবে। যা কোরআন ও হাদীচের অনুরূপ মনে হবে উহা সম্পর্কে বুঝতে হবে যে, ইহা আমাদের জন্য উত্তম ও ইহার উপর আমল করা ওয়াজেব। আর যা উহার পরিপন্থী বলে মনে হবে উহা সম্পর্কে জানতে হবে যে, ইহা ঠিক নয়, ইহা পরিত্যাগ করা ওয়াজেব। এরপর আমরা আল্লাহর পর যে মাপকাঠির দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারি উহা হ'ল খোদ রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

উল্লিখিত আয়াতের তাফ্‌সীরে হযরত মাইমুন বিন্ মোহরান বলেন, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ হ'ল আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ কোরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করা তাঁর জীবিতাবস্থায় ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা যখন তাঁকে এই নশ্বর জগৎ থেকে উঠায়ে নিয়ে যান তখন থেকে এখন তাঁর সুন্নাত বা হাদীচের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এতদার্থে আল্লাহ তাআলার এই বাণী অবতীর্ণ হয়েছে :—

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ

www.pathagar.com

بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ

وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ○

অর্থাৎ :—"আপনার প্রভুর শপথ! না তারা কখনও মুমিন হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের বিতর্কিত বিষয়ে আপনাকে বিচারক হিসেবে মেনে না নেয়, অতঃপর আপনি যা বিচার করে দেন তাতে তারা মনঃক্ষুণ্ন না হয় এবং সর্বান্তঃকরণে মেনে না নেয়।"

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :—

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ

فَانْتَهُوْا ○

অর্থাৎ :—"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন বা আদেশ করেন, তাকে আকড়িয়ে ধর। আর যা হতে বারণ করেন তার থেকে বিরত থাক।"

এইখানে দেখা যাচ্ছে যে, বিচারের মাপকাঠি হওয়ার সম্মান একমাত্র রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত মুসলমানদের মধ্য থেকে আর কাউকেও দেওয়া হয়নি। এমনও দেখা গিয়েছে যে, ছাহাবায়ে কেরামের কাছে এমন বিষয় পেশ করা হয়েছে যার প্রত্যক্ষ নযীর কোরআন ও হাদীচে বিদ্যমান নেই তখন

www.pathagar.com

তাঁরা পরস্পর আলোচনা করেছেন এবং তাঁরা কোন কোন সময় উক্ত বিষয়ে একমত হয়েছেন বা বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন. এতে তাঁরা কেউ এই কথা মনে করেন নি যে, তার মত আলোচনা ও সমালোচনার উর্দ্ধে অথবা কারও ইহা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার নেই।

দারেমী ও বয়হাকী মায়মুন বিন্ মোহরান থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) এর নিকট কোন মোকদ্দমা পেশ করা হ'লে তিনি উহার ফয়সালার জন্য সর্ব প্রথম পবিত্র কোরআনে তালাশ করে দেখতেন, পবিত্র কোরআনে এর কোন নযীর পাওয়া গেলে তার উপর ভিত্তি করে উক্ত মোকদ্দমার ফয়সালা করতেন। আর পবিত্র কোরআনে যদি এরূপ কোন নযীর না মিলত তবে তাঁর জানা মত রাসূলের নীতি ও হাদীচ তালাশ করতেন এতে যদি কোন নযীর মিলত তবে তদনুযায়ী রায় প্রদান করতেন। আর উহাতেও কোন নযীর পাওয়া না গেলে তখন ছাহাবায়ে কেরামকে ডেকে বলতেন যে, "আমার নিকট এমন একটি মোকদ্দমা পেশ করা হ'য়েছে যার নযীর আমি কোরআন ও হাদীচে তালাশ করে পেলাম না, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় এরূপ কোন মোকদ্দমার ফয়সালা করা হয়েছিল বলে তোমাদের জানা আছে কিনা ?" অধিকাংশ সময় দেখা যেত যে, কোন একজন ছাহাবী উঠে দাঁড়ায়ে বলে দিতেন যে, হাঁ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় এরূপ মোকদ্দমার এই রায় দেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) রায়ের অনুরূপ

www.pathagar.com

রায় প্রদান করতেন এবং বলতেন। "আল্লাহ তাআলার শুকর যে, তিনি আমাদের মধ্যে এমন লোকদিগকে সৃষ্টি করেছেন যাঁরা রাসূলের সুন্নাত সমূহকে অবিকল স্মরণ রাখেন।"

বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন, তোমাদের মধ্য হ'তে কেহ যেন এ কথা না বলে যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন তদনুযায়ী আমি এই রায় প্রদান করেছি। কেন না, আল্লাহ তাআলা তাঁহার নবীগণ ছাড়া আর কাহাকেও এইরূপ মর্য্যাদা প্রদান করেন নি। আমাদের কারও মতামত দ্বারা ধারণা ছাড়া সঠিক জ্ঞান লাভ হ'তে পারে না। (ইমাম রাযী)

ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) তাঁর রচিত মূলনীতি শাস্ত্রে বর্ণনা করেছেন, "আমি ওলামায়ে কেরামকে দেখেছি যে, তাঁরা কোন কোন ছাহাবীর কথা গ্রহণ করতেন, আর কোন কোন ছাহাবীর কথায় মতভেদ পোষণ করতেন।" **তাফ্‌সীরুলমানার**-এ উল্লেখ আছে যে, যে মাসয়ালা সম্পর্কে কোরান বা হাদীচ উল্লেখ আছে, ঐ মাসয়ালায় ফেকাহ শাস্ত্রবিদ ইমামগণ কোন ছাহাবীর ইজতেহাদকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন নি, বরং তাঁরা এই ক্ষেত্রে কোন ছাহাবীর ইজতেহাদকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতে পূর্ণ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। আর যাঁরা কোন ছাহাবীর ইজতেহাদকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী তাও এই ক্ষেত্রে যে, যখন উক্ত মাসয়ালা সম্পর্কে কোরান ও হাদীচে পরিষ্কার কোন দলীল উল্লেখ না থাকে তখন ঐ ছাহাবীর ইজতেহাদকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং উক্ত বর্ণনায় যা বলা হয়েছে যে, "মুসল-

www.pathagar.com

মানগণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যতীত আর কাউকেও সত্যের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করবে না ..... ইহা ছাহাবায়ে কেরামের মতেরই প্রতিধ্বনী। আর ছাহাবায়ে কেরামগণই হলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সকল উম্মত হতে উত্তম।

উল্লেখিত বর্ণনায় উহার পর যা' কিছু আছে ঐসব উহার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা। আমাদের এই বর্ণনা দ্বারা যে, "উক্ত বর্ণনা ইসলামী মৌল বিশ্বাসের পরিপন্থী নয় ... ...। অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরও তার দ্বারা সহজে হয়ে যায়। মহান ও পবিত্র আল্লাহই অধিক জানেন।

স্বাক্ষর : —

الفقير الى ربه تعالى محمد امين الحسينى

مفتى فلسطين

(মোহাম্মদ আমীন আল হোসাইনী—

মুফতী ফিলিস্তিন।)

(ديا جماعت اسلامى حق پر هے ؟ পৃ: ১৩৮ হইতে সংকলিত)

www.pathagar.com

মরক্কোর "লিসানুদ্দীন" নামক পত্রিকার সম্পাদক মাওলায়ে হাসান একাডেমীর মহা পরিচালক ও মরক্কোর হাররাহ ইসলামিয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আশশাইখ আবদুল্লাহ কুচুন ছাহেবের ফতুয়া—

এক নং প্রশ্নের ভাষ্যে ইসলামের মৌল বিশ্বাসের পরিপন্থী কোন কথা নেই। আমার নিকট পেশকৃত প্রশ্ন সমূহে যে সকল বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে উক্ত ভাষ্য দ্বারা ঐ সকল বিষয়ের কোন সন্দেহ বা প্রশ্ন জাগতে পারে না। বরং পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতই উক্ত ভাষ্যের সম্পূরক। যথা :—

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

অর্থাৎ :—"রাসূল (সাঃ) তোমাদের নিকট যা কিছু পেশ করেন উহাকে আকড়িয়ে ধর, আর যা হ'তে বারণ করেন উহা থেকে বিরত থাক।"

وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا

অর্থাৎ :—"আর যদি তোমরা তাঁর (রাসূলের) অনুসরণ কর, সৎপথ পাবে।"

www.pathagar.com

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ ঃ—"আপনি বলে দিন যে, তোমরা যদি আল্লাহর সাথে ভালবাসা স্থাপন করতে চাও, তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর, তা'হোলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভাল বাসবেন।"

সুতরাং রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের চাইতে বড় নেতা। কেননা তিনি আল্লাহর বার্তাবাহক আর তিনি যা কিছু বলেন উহাতে তাঁর নিজ ইচ্ছা শক্তির কোন প্রভাব থাকে না। বরং উহা আল্লাহর অহী আর এই গুণ তিনি ব্যতীত আর কোন বড় হতে বড় নেতার মধ্যেও পাওয়া যেতে পারে না। এই কারণেই তাঁর আদেশের বিরোধিতা করা মানেই আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করা।

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

"যারা আল্লাহর রাসূলের আদেশের বিরোধিতা করে, তাদের ভয় করা উচিৎ যে, হয়ত তারা বিশৃঙ্খলা বা কঠিন আযাবে পতিত হবে।" (আল কোরআন)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ—

"(হে মুহাম্মদ ছাঃ) আপনার প্রভুর শপথ! তারা ঐ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিনরূপে পরিগণিত হতে পারবে না, যাবত না তারা তাদের

www.pathagar.com

পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদে আপনাকে বিচারক মেনে না নেয়, অতঃপর আপনি যা রায় দেন তা নিঃসঙ্কোচে মেনে না নেয়. এবং উহাতে তারা পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করে।"

ওপরোক্ত আয়াতে রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচারকে অবনত মস্তকে মেনে নেওয়াকে ঈমানের অংশ বলে শর্তারোপ করা হয়েছে। নিম্নের হাদীচেও এই কথাই বলা হয়েছে ঃ—

"আল্লাহর শপথ। তোমাদের কোন ব্যক্তির ইচ্ছা আকাংখা যাবৎ না আমার আদেশের অনুগত হয় তাবৎ সে পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না।"

আল্লাহ বলেন ঃ—

"যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, যাতে তিনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন, তখন মুমিন ব্যক্তি তো ইহাই বলে যে, سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا (আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম।)

দেখুন। উপরোক্ত আয়াতে "তিনি ফয়সালা করে দেবেন" এক বচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) ফয়সালা করে দেবেন, বলা হয়েছে। "তাঁরা ফয়সালা করে দেবেন," বহু-বচন শব্দ ব্যবহার করা হয় নি। অর্থাৎ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ফয়সালা করে দেবেন এই কথা বলা হয় নি। কেননা রাসূলের হুকুমই প্রকারান্তরে আল্লাহর হুকুম। আচ্ছা বলুন তো অন্য কোন ব্যক্তির এই মর্য্যাদা লাভ কি ভাবে সম্ভব হতে পারে?

www.pathagar.com

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন। "হে মুহাম্মদ (ছঃ)।) আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর তারা যদি এর হঠকারিতা করে তবে আল্লাহ কাফেরদিগকে ভাল বাসেন না।"

দেখুন। উপরোক্ত আয়াতে রাসূলের হঠকারিতাকে কুফরি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর এই হঠকারিতা বাস্তবিকই কুফরী: পরিতাপের বিষয় যে, বর্ণিত প্রশ্নের ভাষ্যের উপর এই ভাবের সন্দেহ ও মতদ্বৈততা পেশ করে পরিস্থিতিকে পাল্টায়ে দেয়া হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে উপরোক্ত ভাষ্যে এমন কোন কথা বলা হয় নি যা উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় না।

আঁ হযরত (ছঃ) ব্যতীত আর অন্য সব লোক থেকে যে সব কথা ও কর্ম প্রকাশ পায় উহা দু অবস্থার এক অবস্থা হতে খালী হতে পারে না। হয়তো উহা রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর হেদায়েত ও সুন্নাতের মোতাবেক হবে এবং কোরআন ও হাদীচে তার দলীল পাওয়া যাবে অথবা উহা তার বিপরীত হবে। উহা যদি প্রথম প্রকারের হয় তা হোলে উহা হক্ক ও সত্য, উহাতে সন্দেহ করার অবকাশ নেই। বস্তুতঃ উহা রাসূলুল্লাহ (ছঃ) পেশকৃত মাপকাঠি অনুযায়ী হওয়ার কারণেই উহা হক্ক হবে; বক্তা বা কর্তার ব্যক্তিগত মর্য্যাদা বা সম্মানের কারণে নয়। খোদ কোরআনই এর সাক্ষ্য দিচ্ছেন:—

"কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে যদি আত্মকলহ দেখা দেয়, তবে তোমরা যদি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও তবে উহাকে আল্লাহ

www.pathagar.com

ও তাঁর রাসূলের নিকট পেশ কর।"

বর্ণিত আয়াতে আল্লাহর নিকট পেশ করার অর্থ হ'ল আল্লাহর বাণী কোরআনের দিকে পেশ করা। আর রাসূলের নিকট পেশ করার মর্ম হ'ল উহাকে তাঁর সুন্নাত বা হাদীচের মাপকাঠিতে যাঁচাই করা। আর দ্বিতীয় প্রকার হ'লে তা হবে বেদআত ও গোমরাহী ; এর থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মুসলমানের একান্ত কর্তব্য।

যেমন হাদীচে এরশাদ হচ্ছে :—

"যে ব্যক্তি আমাদের মধ্যে এমন কাজের প্রচলন করল যা দীনের মধ্যে নেই উহা পরিত্যাজ্য।"

ইমাম মালেক (রহঃ) বলতেন, এই কবরবাসী (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছঃ) ব্যতিত আর সকলের কথার কিয়দাংশ গ্রহণযোগ্য ও কিয়দংশ পরিত্যাজ্য।

ইমাম গাষ্যালী (রঃ) বলেন, আমি সত্যের মাপকাঠিতে লোকদিগকে চিনি এবং লোকের মাপকাঠিতে সত্যকে নয়। যুগে যুগে হাক্কানী ওলামায়ে কেরামগণ এই উপদেশই দিয়ে আসছেন। আর এই কবিতাংশেও ইহারই ঈঙ্গিত করা হয়েছে।

অর্থাৎ :—"যে পর্যন্ত তোমরা সত্যকে লোকদের মাপকাঠিতে চিনতে চেষ্টা করবে ততদিন তোমরা গোমরাহীর প্রান্তরে ঘুরতে থাকবে।"

শ্রদ্ধেয় ইমামগণ মুজতাহিদ সাহাবীর মতকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতে মতভেদ পোষণ করেছেন। কেউ উহাকে গ্রহণ করেছেন আবার কেউ উহাকে গ্রহণ করেন নি। আর কেউ বলেছেন ঐ

www.pathagar.com

ছাহাবীর বিপরীত কোন ছাহাবীর মত প্রমাণিত না হলে উহা গ্রহণ যোগ্য। কেননা এমতবস্থায় উহাকে সর্ব-সম্মত বলে মেনে নিতে হবে; আর ছাহাবীদের কেউ ঐ মতের বিরোধিতা করে থাকলে উহা পরিত্যাজ্য। কেননা দ্বিতীয় মত উহাকে প্রত্যাখ্যান করে দেয়।

(ইমাম রাজী (রহঃ) বলেন, ইহা ইমাম মালেকের মত) সাধারণতঃ এই একটি কথাই ইহার প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যে, কোন ব্যক্তি তিনি যতবড় মর্য্যাদা সম্পন্নই হউন না কেন, যে পর্য্যন্ত তাঁর কথা বা কার্যের স্বপক্ষে কোরআন, হাদীচ ও এজমার সুদৃঢ় কোন দলীল সপ্রমাণিত না হয় সে পর্য্যন্ত উক্ত কথা বা কার্য্যের আনুগত্য করা জায়েয নেই। অনুরূপ ব্যক্তি বিশেষকে বিনা দলীলে পবিত্র মেনে নেওয়া, সমালোচনার উর্দ্ধে মনে করা ও তার অনুসরণ করাও জায়েয নেই। কেননা ইহা ইসলামী বিধানের পরিপন্থী। ছাহাবায়ে কেরাম (রঃ) যাঁরা নবী করীম (সঃ)-এর পর সকল উম্মত হতে উত্তম তাঁদের হুকুম যদি এরূপ হয় তবে অন্যান্যের বেলায় তো এ হুকুম অনিবার্য্যই বর্তাবে।

আমরা এখানে এ ফতুয়ার উত্তরদানে অনেক লঘুবাক্য প্রয়োগ করেছি। কেননা আমরা জানি যে, এরূপ বিশ্বাস কোন কোন মুসলিম দলের মৌলিক বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। (আমরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে হেদায়েতের প্রার্থনা করি)। নতুবা আমরা যদি ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণের নির্দেশাবলীর অনুসরণ করতাম তা হোলে এরূপ কথার উত্থাপনকারীদেরকে অর্থাৎ জামাআতে ইসলামীর গঠন তন্ত্রের উল্লেখিত ধারার সমালোচক ব্যক্তিদেরকে কুফরীর

www.pathagar.com

ফতুয়া দিতে দ্বিধাবোধ করতাম না। কেননা ইহার সমালোচনা করা মানেই হল ইসলামের মৌল-বিশ্বাসের সমালোচনা করা। আর ভুল বুঝাবুঝির দিকে যদি আমরা দৃষ্টিপাত না করতাম তাহোলে বলে দিতাম যে. "ইহা কোন খ্রীষ্টান মিশনারীর মুখের কথা, কোন মুসলমানের কথা নয়।"

আমাদের উল্লেখিত দলীলানুযায়ী যে জামাআত বা দল এ ভাষ্যে (যে, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এরপর কাউকেও সত্যের মাপকাঠি হিসেবে মানা যাবে না) বিশ্বাসী তারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের পুস্তকাবলী পাঠ করা ও তাদের দিকে দাওয়াত দেওয়া জায়েয। অনুরূপ তাদের উপর শিক্ষাদানের দায়ীত্ব ন্যাস্ত করা এবং তাঁরা যে সকল মাদরাসায় শিক্ষাদানে নিয়োজিত আছেন ঐ সকল মাদরাসায় সাহায্য করা জায়েয বরং উত্তম। আর সর্বতো-ভাবে তাদের সহযোগীতা করা উচিৎ। এই জামাআতের সাথে সহযোগীতা ও অংশগ্রহণ সম্পর্কে আমি পবিত্র কোরআনের এই আয়াত পেশ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি :—

يَا لَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ○

অর্থ :—"হায়! আমি যদি তাদের সাথী হতে পারতাম তা হ'লে মহান সাফল্য লাভ করতাম।"

স্বাক্ষর :—

(জামায়াতে ইসলামী কিয়া হক পর হায় থেকে সংকলিত) আবদুল্লাহ কাচুন

www.pathagar.com

মসজিদে হারামের (খানায়ে কা'বার) মুদাররিস, শাইখ আবদুল আযীয বিন বায আল আচারী নযদীর ফতুয়া—

আমি জামাআতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র হ'তে উদ্ধৃত ১নং প্রশ্নের প্রতি গভীর ভাবে চিন্তা করলাম। আমার নিকট এই বাক্যটি একেবারে সঠিক ও বিশুদ্ধ। প্রকৃত পক্ষে যে মুসলমান সর্বান্তঃকরণে ধ্যান, ধারণা, কাজ-কর্মে এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তাআলা এক ও অদ্বিতীয় এবং হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। তার উপর এ কর্তব্য বর্তায় যে, এ সাক্ষ্যের চাহিদা পূরণ করনার্থে কোন ব্যক্তি বিশেষের কথাকে রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর উপর সত্যের মাপকাঠি হিসেবে প্রাধান্য না দেয়া। এবং নিজের মর্জিমত কোন কাজকে গ্রহণ না করা। বরং আল্লাহর কোরআন ও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীকে মূলনীতি ও জীবন পথের উৎস হিসেবে মেনে নেয়া অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। এতদ্ব্যতিত সকল কথা, যাবতীয় অ্যাইন ও আহ্বানকে উল্লিখিত মূলনীতির কষ্টি পাথরে যাঁচাই করবে। এতে যা এ কষ্টি পাথরে টিকবে তা গ্রহণ করবে আর যা টিকবে না তাকে বর্জন করবে এবং কর্তার দিকে ফিরায়ে দেবে। এই কর্মনীতির উপর আল্লাহর বাণী পরিষ্কার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ এরশাদ করছেন :—

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ـ

অর্থ :—"ইহাই আমার সরল সোজা পথ। তোমরা এর অনুসরণ কর, এ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করো না, (তোমরা যদি অন্য পথের অনুসরণ করো) তা হোলে তোমাদেরকে তাঁর সরল সোজা পথ থেকে দূরে সরায়ে দেয়া হবে।"

যারা এ মৌলিক মূলনীতির বিপরীত পথে চলছে তাদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআন এরশাদ করছে।

اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ ـ

অর্থ :—"তাদের জন্য এমন কোন শরীক বা অংশীদার আছে কি? যারা জীবন বিধানের মধ্যে এমন সব নূতন পথের নির্দ্দেশ দিচ্ছে যার অনুমতি আল্লাহ তাদেরকে দেন নি।"

আরও এরশাদ হচ্ছে :—

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا

www.pathagar.com

الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ وَاِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِى شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ
خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ০

অর্থাৎ :—"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর (নির্দেশাবলীর আনুগত্য কর, আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা আদেশ দেওয়ার অধিকারী তাদেরও আনুগত্য কর। অতঃপর তোমরা যদি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও তবে তোমাদের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে মতান্তর ঘটে তা হোলে তার ফয়সালার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম পথ। আর পরিণাম হিসেবেও উত্তম।"

তফসীরকারগণ আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন :—

فردوه الى كتاب الله والى الرسول نفسه
فى حياته والى سنته الصحيحة بعد وفاته وهذا
هو الواجب على المسلمين وهو خيرلهم واحسن عاقبة

www.pathagar.com

অর্থাৎ :— তোমাদের ফয়সালার জন্য আল্লাহর কিতাবের দিকে এবং রাসূলের জীবিতাবস্থায় তাঁর নিকট আর তাঁর ওফাতের পর তাঁর বিশুদ্ধ সুন্নাহ বা হাদীচের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। এরূপ করা মুসলমানদের উপর ওয়াজেব, ইহা তাদের জন্য উত্তম এবং পরিণাম হিসেবেও শ্রেয়।

যে বক্তি বিবাদমান বিষয়সমূহে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীচ ব্যতিত ৩য় কোন দিকের আশ্রয় নেয় তার পরিণাম গোমরাহী, ধ্বংস ও দুর্ভাগ্য। আর এই নীতির দরুন লোক জাহান্নামের ইন্ধনের যোগ্য হয়। এতদ্ব্যতিত কোরআন ও সুন্নাহকে আশ্রয়স্থল স্থির না করার কারণে এই জাগতিক জীবনের সমাজ ব্যবস্থায়ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। সমাজনীতি অচল হয়ে পড়ে এবং কাজ কর্ম ও লেনদেনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। আজকের সমাজ ব্যবস্থাই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :—

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (مسلم)

—"যে ব্যক্তি আমাদের কর্মনীতির বিরোধী কাজ করল তা প্রত্যাখ্যাত।" (মুসলিম)

যে জামাআতের মৌলিক বিশ্বাস এই যে, "বিরোধ মীমাংসায় কোরআন ও সুন্নাহই একমাত্র বিচারক। আর সকল লোকের কথা ও কর্মের জন্য কোরআন ও সুন্নাহই একমাত্র সত্যের মাপকাঠি।"

www.pathagar.com

এই মৌলিক বিশ্বাসের দিক দিয়ে এরা সত্যের অনুসারী। এই মৌলিক বিশ্বাসকে গ্রহণ বা স্বীকার করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। যা ওলামায়ে কেরাম সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেছেন। আর আল্লাহ সব চাইতে বেশী জানেন। মোহর :—

عبد العزيز بن عبد الله بن باز الاثرى النجدى

المدرس بالمعهد العلمى بالرياض والمسجد الحرام

(আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায আল আচারী আন্নাজদী, রিয়াদ ও মসজিদে হারামের শিক্ষা বিভাগীয় শিক্ষক)।

মিশরের প্রখ্যাত মুফ্‌তী আশশাইখ হোসাইন (মোহাম্মদ মাখলুফের ফতুয়া—

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من

لا نبى بعده سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله

واصحابه وعلى من والاه - اما بعد

খাতেমুন্নাবীয়ীন সাইয়েদুনা হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্ভেজাল তাওহীদের মৌলিক বিশ্বাস, ইসলামী শরীয়ত ও পবিত্র কোরআন সহকারে প্রেরীত হয়েছিলেন। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালেমায়ে শাহাদাত—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

www.pathagar.com

লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)-কে ইসলামের প্রথম রুকন বা স্তম্ভ নির্দ্ধারিত করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :—

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ.

(তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের অনুসরণ কর।)

অন্য আয়াতে বলেছেন :—

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ -

অর্থ :—(হে রাসূল। আপনি তাদেরকে) বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চাও, তা হোলে তোমরা আমার অনুসরণ কর ; তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ভাল বাসবেন ও তোমাদের পাপরাশি মার্জনা করে দেবেন।

অন্যত্র বলেন :—

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا -

অর্থ :—"আর রাসূল তোমাদের কাছে যা (নির্দেশ) পেশ করেন তাকে আকড়িয়ে ধর। আর যার থেকে বারণ করেন তার থেকে বিরত থাক।"

www.pathagar.com

আরও এরশাদ করেছেন :—

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ-

অর্থ :—"যদি তোমরা পারস্পরিক কোন বিষয়ে দ্বন্দ্ব কলহে পতিত হও তবে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও।"

মহান আল্লাহ এরশাদ করছেন :—

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ

بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا

قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ০

অর্থ :—"আপনার প্রভুর শপথ! তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ না তারা পারস্পরিক বিবাদমান বিষয় সমূহে আপনাকে বিচারক মেনে না নেয়, অতঃপর আপনি যা আদেশ দেন তাকে তারা অকুণ্ঠচিত্তে ও সর্বান্তঃকরণে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে না নেয়।"

উপরোক্ত আয়াতসমূহে একজন লোককে মুমিন হবার জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পেশকৃত বাণী-

www.pathagar.com

সমূহের সামনে পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ এবং আদেশ ও নিষেধ-সমূহের পূর্ণ আনুগত্যকে অত্যাবশ্যক বলে স্থির করা হয়েছে। এর কারণ এই, রাসূল আল্লাহর পক্ষ হতে প্রচারক বিশেষ, আর তিনি হন মাছুম বা নিষ্পাপ। তাই তাঁর কোন কথা প্রত্যাখ্যান করা যায় না এবং অমান্যও করা যাবে না। চাই উহা মানুষের ইচ্ছার অনুগত হউক বা বিপরীত। সকল মুমিনের জন্য হুযুরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই উত্তম আদর্শ। তিনি (ছঃ) ব্যতিত আর সব মানুষ বা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি কথা ও কর্মে নিষ্পাপ নন্ এবং চিন্তা ও ধ্যান ধারনায়ও নির্ভুল নন্। চাই সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধর হউক বা অন্য কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি হউক না কেন? রাসূলুল্লাহ (ছঃ) যে শরীয়ত প্রবর্তন করে গেছেন উহাই সঠিক ও সত্য শরীয়ত। প্রত্যেক ব্যক্তির কথা, কর্ম ও আকীদার মাপকাঠি এই শরিয়ত। প্রত্যেক ব্যক্তির কথা ও আকীদার অনুসরণ, অনুকরণ, বিরোধিতা ও অবিশ্বাসের মাপকাঠিও ঐ শরীয়ত। আর এই শরীয়তই হক ও বাতিল পন্থীদের পরিচয় নির্দ্ধারক। যে ব্যক্তি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রবর্তিত এ সত্যের মাপকাঠি অনুসরণ করবে সে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে, মুক্তি পথের দিশা পাবে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারবে। আর যে ব্যক্তি এর বিরোধিতা করবে সে সত্যপথ হতে দুরে সরে পড়বে, পথভ্রষ্ট হবে এবং শয়তানের দলভুক্ত হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথ ছাড়া অন্য কোন পথের আহ্বান জানায় তার অনুসরণ করা কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েজ

www.pathagar.com

নেই। আল্লাহ তাআলার নাফরমানীর অনুসারীকে আল্লাহর নাফরমান ছাড়া অন্য কোন মর্য্যাদায় সমাসীন মনে করাও নাজায়েয।

—এ বর্ণনার দ্বারা ইহা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ১নং প্রশ্নে যে ভাষ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও এর চাইতেও কম শব্দে ঐ অর্থ বুঝান যেত তবুও ঐ ভাষ্য সত্য, উহার অর্থ ঠিক এবং ইসলামী আকীদার সাথে পূর্ণ সামঞ্জশ্যশীল। সমগ্র মুসলিম জগত এ আকীদার ওপর এমন ঐক্যবদ্ধ যে, পথভ্রষ্ট, সত্য পথের দিশা বঞ্চিত অথবা কাফের ও অবিশ্বাসী ছাড়া আর কেউ এর বিরোধিতা করতে পারে না। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

স্বাক্ষর :—

حسين محمد مخلوف مفتى الديار المصرية
السابق العضو جماعت كبار العلماء رئيس لجنة
الفتوى بالازهر-

দামেশকের প্রধান বিচারপতি আল্লামা আলী তানতাভীর অভিমত—

اطلعت على السوال والجواب وما قال استاذ
المفتى هو الحق لا يختلف فيه مسلمان وهو معلوم
من الدين بالضرورة ومن قال بغيره من الافراد
والجماعات كان ضالا مضلا خارجا عن سبيل اهل
السنة والجماعت—

على الطنطاوى
قاضى الدمشق
(مكة المكرمة)

www.pathagar.com

অর্থ :—সওয়াল ও জবাব সম্পর্কে অবগত হ'লাম। ওস্তাদ মুফতী—(মোহাম্মদ, মাখলুফ) ছাহেব যা' বলেছেন তা অকাট্য সত্য। এতে কোন মুসলমানের মতভেদ নেই। যে ব্যক্তি বা দল এর বিরোধীতা করছে ওরা নিজেরাও পথভ্রষ্ট এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করছে। আর তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পথ হতে পৃথক হয়ে গেছে।

স্বাক্ষর :—**আলী তান্তাভী** (মক্কা মুকাররামা)
দামেস্কের প্রধান বিচারপতি।

মিশরের মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের প্রধান সম্পাদক। হযরত আল্লামা হাসানুল হোযাইবীর অভিমত ও আবেগ।

ইংরেজী ১৯৫৩ সনে যখন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ লা মওদুদীর ফাঁসীর আদেশ জারী করা হল তখন জঙ্গলের আগুনের ন্যায় দাউ দাউ করে এ খবর সারা মুসলিম বিশ্বে ছড়ায়ে পড়ল। মুসলিম বিশ্বের বিশ্ববরেণ্য ওলামায়ে কেরামের চোখ হতে অচেতনে অশ্রু প্রবাহিত হ'ল। প্রত্যেকেই এ দুঃসংবাদে মর্মাহত, ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে পড়েন। তন্মধ্যে আল্লামা হাসানুল হোযাইবী অধিক ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে পড়েন। তিনি তৎক্ষণাৎ তদানিন্তন পাক সরকারের নামে একটি তারবার্তা প্রেরণ করেন।

www.pathagar.com

যা' ১৯৫৩ইং ২২শে মের মিশরের 'মিমারুশ্‌শারক্ব' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পাঠকবর্গ এ তারবার্তায় মাওলানা মওদুদীর প্রতি হযরত আল্লামার ধারণা প্রত্যক্ষ করুন।

তারবার্তার অনুবাদ :—

"—সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদীর শাস্তির আদেশ ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে একটি মারাত্মক অবিচার। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব একে ঘৃণা ও অসন্তুষ্টির দৃষ্টিতে দেখে এবং এ আদেশ বাতিলের দাবী করে। কেননা পাকিস্তানের সাথে মুসলিম বিশ্বের সহানুভূতি ও সম্পর্ক একমাত্র ইসলামের ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত।—"

আলজিরিয়ার জমিয়াতুল ওলামায়ে মুসলিমীনের সভাপতি ও 'আল বাছায়ের' পত্রিকার সম্পাদক হযরত আল্লামা মোহাম্মাদুল বশীর আল-ইবরাহীম ছাহেবের অভিমত ঃ—

জামাআতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীর আল্লামা আবুল আ'লা মওদুদীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমি দূর থেকে পরিচিত নই। বরং সন্নিকট থেকে আমি তাঁর লেখা পড়েছি ও তার গুণরাজির পর্য্যাবেক্ষণ করেছি। সুতরাং এ ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ করার ভিত্তিতে মোটামুটিভাবে তাঁর পরিচয় তুলে ধরতে চাই।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী এমন ব্যক্তিত্বের মালিক যে, আমি খুব কম লোককেই এরূপ গুণ সম্পন্ন দেখেছি, বরং

www.pathagar.com

তিনি কয়েকটি বিশেষ গুণের একমাত্র অধিকারী ব্যক্তি। যার সমতুল্য গুণ বর্তমান যুগের আলেমদের মধ্যে পাওয়া বিরল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, তিনি সত্যের ব্যাপারে সুদৃঢ়, শিথিলতা হতে বহু দূরে, সত্য পথের পরীক্ষায় ও বিপদ-আপদের সময় ধৈর্য্য ও স্থিরতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, শাসক-বর্গের নৈকট্যতা লাভের বিরোধী, খোশামোদ ও তোষামোদ তো দূরের কথা পাক-ভারতের যে সকল মহান ব্যক্তিদের সাথে আমার পরিচয় লাভ ঘটেছে অথবা যাদের বিদ্যা ও গুণ সম্পর্কে আমার পরিচয় লাভ হয়েছে তাঁদের মধ্যে মাওলানা মওদূদী দীনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে অধিক পারদর্শী। ইসলামের ইতিহাস ও তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ ওয়াকিফহাল, তিনি জ্ঞানের সমুদ্র, সূক্ষদর্শী ও বিচক্ষণ বুদ্ধি সম্পন্ন, সুচিন্তাবিদ, আধ্যাত্মিক স্বচ ও পরিষ্কার দর্পণে আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার ইসলামী মূলনীতির পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরদানে সিদ্ধহস্ত। মাসয়ালা সঙ্কলনে অত্যাধিক ক্ষমতা সম্পন্ন আর এ ব্যাপারে যুক্তি প্রদর্শনে এক নূতন নিয়মের প্রবর্তক, শরীয়তের গূঢ় রহস্যে পারদর্শী এবং উহার মূল উদ্দেশ্যের রহস্য উদ্ঘাটক, ক্ষুদ্র বিষয়ে অনর্থক মাথা ঘামান থেকে বিমুখ, দূরদর্শী ও দৃঢ় বিশ্বাসী, যার আলোকচ্ছটা তাঁর কার্যক্রমে সংকল্পের দৃঢ়তারূপে এমন উজ্জ্বলভাবে দৃষ্টিগোচর হয় যেমন উপাদেয় খাদ্যের ক্রিয়া শরীরে প্রকাশ্যভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি দার্শনিক স্বভাবের অধিকারী, কিন্তু এই ব্যাপারে শুধু যুক্তির অবতারণা করেন না, দৃঢ় চিন্তা ও দর্শনের প্রবক্তা, কিন্তু লেগামহীন অভিমত ও উদ্ভট কল্পনা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। বরং জিজ্ঞাসু বিষয়ের সমাধান

www.pathagar.com

পেশে বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব ও দার্শনিক চিন্তা ধারার সাহার্যে কোরআন ও হাদীচের আলোকে রহস্য উদ্ঘাটন এবং কর্মময় ও ঘটনা বহুল জগতে এরূপ ব্যবস্থার প্রবর্তন ও প্রচলনের পথ প্রদর্শন তাঁর বিশেষ গুণ, আর এই বিশেষ গুণই তাঁকে একজন দার্শনিকের মর্যাদা দান করেছে।

তিনি সর্ব-সাধারণের নিকটতম, সাধারণ লোকদের সংগে মিলে মিশে থাকেন। এতদসত্ত্বেও নেতৃত্বের একটি মহান দৃষ্টান্ত তাঁর মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি কোরআন ও হাদীচে পূর্ণ জ্ঞান, দীনী গ্রন্থসমূহে পূর্ণ অভিজ্ঞতা এবং সমন্বয় ও মাসয়ালা নির্দ্ধারণে পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। তাঁর রচনাবলী কয়েক ডজন আর সবই উর্দু অথবা ইংরেজীতে। এ সকল রচনাবলীর অধিকাংশের মধ্যে আধুনিক জগতের পশ্চাত্য লিখকগণ ও প্রাচ্যের আধুনিকতাবাদীদের সক্রিয় হাত ও নিরাশ চিন্তার ফসলের সৃষ্ট ইসলাম বিধ্বংসী বিষয়-সমূহের ইসলামের আলোকে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দান করেছেন।

তিনি আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানেও বিশেষ পারদর্শি। বর্তমান সংস্কৃতি ও উত্থান পতন সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। এদের উত্তম মানদণ্ড ও তুলাদণ্ডে পরিমাপ করতে সিদ্ধহস্ত।

তিনি এক দেশ-দর্শী নন্ যে, এদের উপকারসমূহকে অস্বীকার করবেন আবার স্বল্প জ্ঞান ও অনভিজ্ঞও নন্ যে, তাদের কালিমায় ও ধোকায় পড়ে যাবেন। এবিষয়ে তাঁর অবস্থান ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ।

www.pathagar.com

আমাদের এক বন্ধু জনাব মাওলানা ছাহেবের কয়েকটি পুস্তকের আরবীতে অনুবাদ করেছেন। তিনি এই অনুবাদের খেদমত করে আরবী ভাষাভাষীগণকে মাওলানার উচ্চ দর্শন ও পূর্ণ চিন্তাধারা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার সুযোগ দান করেছেন। ইনি হলেন আমাদের সম্মানিত বন্ধু মাওলানা মাসউদ আলম নদবী; কয়েক বৎসর আগের কথা, আমি যখন আলজিরিয়ায় অবস্থান করছিলাম তখন তিনি আরবী ভাষায় অনুদিত এই সকল পুস্তক আমার নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। এই সকল পুস্তক ছিল ইসলামী বিষয় সম্পর্কিত। আমি এই সকল পুস্তকের মাধ্যমে উজ্জল চিন্তা-ধারা, গভীর পর্য্যালোচনা ও সুদৃঢ় অভিমত সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছি। বর্ণনা ধারা, দলীল পেশের পদ্ধতি, আলোচনা ও বিষয় বস্তুর উচ্চাঙ্গতা গুরুত্বের দিক দিয়ে এই সকল পুস্তক এক অনুপম উদাহরণ। কোন পাঠকের এই ধারণাও হবে না যে, ইহা কোন ভিনদেশী ভাষা হ'তে অনুদিত, প্রশংসনীয় গুণাবলীর কারণে ঐ সকল পুস্তক পাঠে চিন্তা ধারায় পরিপূর্ণতা, মস্তিষ্কের বিকাশলাভ, অন্তর ও আত্মার প্রশস্ততা ও প্রভাবসৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। রচয়িতা ও অনুবাদক উভয়েরই চিন্তাধারা ও দর্শন যখন উজ্জল ও স্বচ্ছ এবং সরলতা ও গভীরতায় পরিপূর্ণ তখন পাঠকের মনে চিন্তার উদ্রেক হইবেই বা না কেন?

আমাদেয় বন্ধু মাওলানা মাসউদ আলম নদভী পাক-ভারত উপমহাদেশেয় স্যার সৈয়দের পুষ্পরাজির দুই ফুলের এক ফুল যিনি আরবী সাহিত্যে পারদর্শীতা, আরবী লেখা ও কথোপকথনে আরবী

www.pathagar.com

তেই অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা রাখেন, আর দ্বিতীয় মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী ছাহেব। ওহুদী নিজের দৃষ্টিকোণে এমন অন্তর রাখেন, যিনি মুসলমানদের বর্তমান অধোগতি ও দুরবস্থার ব্যথায় সর্বদা ব্যথিত এবং তাদের গৌরবময় অতিতের আবেগে আত্মহারা থাকেন। তিনি ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্বায়ক ও পতাকাবাহী। তাঁর বিশ্বাস, পূর্ণ সুক্ষ্মদৃষ্টি, জ্ঞানী সুলভ অনুশীলন ও তীক্ষ্নদৃষ্টি সম্পন্ন বিশ্বাস যে, মানবীয় জীবনের ন্যায়ভিত্তিক ও সফলকাম জীবন বিধান হল ইসলাম আর শুধু ইসলাম। কেননা ইসলামী জীবন বিধানই হল একমাত্র পরিপূর্ণ ন্যায় ও ইনছাফ ভিত্তিক জীবন বিধান; এই বিধানই মানবীয় অনুরাগ, ব্যক্তিগত উপাদান, জাতীয় এবং গোত্রীয় স্বজনপ্রীতি ও শ্রেণীগত সুবিধা লাভ থেকে পবিত্র। ইসলামী রাষ্ট্রের পরিকল্পনা তাঁর ঐ চিন্তাধারা, সুক্ষ দৃষ্টি ও চিত্ত-বিকাশের ফল। জামাআতে ইসলামীর মৌলিক উদ্দেশ্য হল পাকিস্তানে পরিপূর্ণ অর্থে ইসলামী বিধানের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এক পরিপূর্ণ ও সুদৃঢ় ইসলামী বিধানের প্রতিষ্ঠা—যাতে বাতিলের কোন প্রকার মিশ্রণ বা কোন প্রকার দুর্বলতার অবকাশ থাকবে না। যার আইনের উৎস হবে কোরআন, যার শাস্তি-দণ্ড, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের যাবতীয় কার্য্যাবলী সুসম্পন্ন হবে আল্লাহর অবতারিত পবিত্র কোরআনের আলোকে। এ বিষয়ে মাওলানা মওদুদী গভীর জ্ঞানের অধিকারী, আর তিনি নিজের সামনে বুঝে সুঝে একটি প্রোগ্রাম, কর্মনীতি ও কর্ম-

www.pathagar.com

পদ্ধতি রাখেন, বরং তাঁর নিকট শাসনতন্ত্রের একটি পূর্ণ কাঠামোও প্রস্তুত আছে, যার কিছু অংশ মিশর হতে প্রকাশিত 'আল-মুসলেমুন' নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, এ পাঠ করলে অনুধাবন করা যায় যে, আল্লামা মওদুদী ইসলামী শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কত গভীর জ্ঞান রাখেন। পাকিস্তানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য জামাআতে ইসলামীর দৃঢ় ও ভারী দলীল হ'ল এই যে, একারণেই মুসলমানগণ ভারত হতে পৃথক হয়েছে। এই জন্যেই মুসলমানগণ পাকিস্তান অর্জনের জন্য এত বিরাট জান ও মালের কোরবানী দিয়েছে; আর শুধু এই জন্যেই দিয়েছে যে, পাকিস্তানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে বলে নেতৃবর্গ জনগণের নিকট দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যা মুসলমানদের ঈমানেরও দাবী এবং ইহাই তাদের আবেগের প্রেরণা দানকারী ও আশা-ভরসার একমাত্র সম্বল। কিন্তু পাকিস্তানে অনৈসলামী আইন কানুনই যদি প্রচলিত থাকে তবে তাদের ঐ বৃহত্তম কোরবানীর প্রতিদান এবং ক্ষুদ্রতম ক্ষতিপূরণও হতে পারে না।

জামাআতে ইসলামী পাকিস্তানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছে। জামাআতে ইসলামীর এ দাবী পূরা জাতীরই দাবী, অথবা বৃহত্তম জনগোষ্ঠির দাবী, যারা এদেশে ইসলামী শাসনবস্থা কায়েম করতে চায়। আর এর বিরোধী হল এমন এক মুষ্টিময় জনগোষ্ঠি, যারা পাশ্চাত্যের ভাবধারায় পতিত ও ধর্মহীনতার অন্ধ অনুকরণের পঙ্কিলতায় পড়ে পথহারা হয়ে পড়ার কারণে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার বিরোধীতা করছে, এরা খাদ্যের মধ্যে

www.pathagar.com

ভবন সমতুল্য নগণ্য ; তারা খোলাখুলীভাবে মাঠে নামতেও সাহস পায় না, তাই তারা গোপনভাবে তাদের কাজ করে, সুক্ষদর্শিদের দৃষ্টিতে এরা বৈদেশীক সাহায্যে পরিপুষ্ট। যা হোক আমরা ইহা প্রকাশ করতে বাধ্য যে, পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নে মওলানা মওদুদীই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি একাজ সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতে সক্ষম এবং তিনি এত তীক্ষ্ণ ধীশক্তিসম্পন্ন যে, ইসলামী শাসন পদ্ধতিকে কোরআন, হাদীচ, শরীয়তের চাহিদা ও ইসলামী শরীয়তের প্রধান উদ্দেশ্য এবং উম্মতের সর্বসম্মত নীতিমালা মোতাবেক সমস্যার সমাধান পেশ করতে সক্ষম। সাথে সাথে আমি এও অনুধাবন করছি যে, মাওলানা মওদুদীর ব্যক্তিত্ব কোন একটি দেশ অথবা পৃথিবীর কোন বিশেষ অংশের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত তিনি সমগ্র মুসলিম বিশ্বের আমানত।

(চেরাগে রাহ্ এহ্তেজাজ নম্বর ১৯৫৩ ইং পৃষ্ঠা ৪১।)

সিরিয়া সরকারের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী আশশাইখ আল্লামা মোছত্বাফা যারকা এর অভিমত —

"হজরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী ইসলামী চিন্তাধারায় হযরত ইমাম গাযযালী (রহঃ) ও হযরত ইমাম ইব্নু তাইমিয়া (রহঃ) এর সমতুল্য চিন্তাবিদ।"

(উর্দু মাসিক ফারান ১লা মে ১৯৬৩ ইং পৃঃ ১৭।)

www.pathagar.com

আলজিরিয়ার ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদুদী—

১৯৫৩ ইংরেজীতে (তদানিন্তন পাক সরকার) যখন মাওলানা মওদুদীর ফাঁসীর হুকুম জারী করলেন তখন সমগ্র মুসলিম বিশ্ব কেঁদে দিলেন এবং বিশ্ব বরেণ্য ওলামায়ে কেরামের চক্ষু অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আলজিরিয়ার ওলামায়ে কেরাম সর্ব সম্মতভাবে কায়রো হ'তে প্রকাশিত—ইখ্‌ওয়ানুল মুসলিমুনের মুখপত্র "আদদাওয়াত" নামক পত্রিকার ৩০শে রমযান ১৩৭২ হিজরী সংখ্যায় নিম্নে উদ্ধৃত বিবৃতি প্রচার করান। যা'তে মাওলানা মওদুদীর মর্য্যাদা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

"মাওলানা মওদুদীর মৃত্যুদণ্ড শুধু এক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড নয়। বরং ইসলামের তরবারীসমূহ হ'তে একটি তরবারী ভেঙ্গে দেওয়া, ইসলামের কণ্ঠস্বরসমূহ থেকে একটি কণ্ঠস্বর নিস্তব্ধ করে দেওয়া এবং ইসলামের মান ও মর্যাদা বিনষ্ট করে দেওয়ার সমতুল্য। আমরা জমিয়াতুল ওলামায়ে আলজিরিয়া ও পশ্চিম প্রান্তের তিন কোটি মুসলমানের পক্ষ থেকে মাওলানা মওদুদীর মৃত্যু দণ্ডাদেশ ও জেলের নির্দেশ রহিত করার আবেদন পেশ করছি।"

('—আদদাওয়াত' কায়রো ৩০শে রমযান ১৩৭২ হিজরী।)

মিশরের ধর্মীয় সংস্থা সমূহের অভিমত—

১৯৫৩ইং সনে মাওলানা মওদুদীর মৃত্যু দণ্ডের ঘোষণা শুনে মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় সংস্থাসমূহ ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে পড়েন।

www.pathagar.com

পাক সরকারের নিকট তাড়াতাড়ী তারবার্তা প্রেরণ করেন এবং নিজ নিজ সরকারের মাধ্যমে এই চাপ সৃষ্টি করা হয় যে, মাওলানা মওদুদীর শাস্তি রহিত করা হউক। এ পরিপ্রেক্ষিতে মিশরের ধর্মীয় সংস্থাসমূহ সর্ব সম্মতভাবে এক প্রস্তাব পাশ করেন। উহার ঝলক নিরক্ষণ করুন।—

"মাওলানা মওদুদীর (মৃত্যু) দণ্ডাদেশে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এক উত্তেজনা বিরাজ করছে। মিশরের ধর্মীয় সংগঠনসমূহ মাওলানা মওদুদীকে একজন খাটি আলেম এবং সত্যের বাণী প্রচারের সংগ্রামে প্রথম শ্রেণীর একজন মহান সত্যের সৈনিক মনে করে।"

('মিমবারুশশারক' পত্রিকা, কায়রো ২৪শে মে ১৯৫৩ ইং)

ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের দৃষ্টিতে—প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী—

১৯৫৩ ইংরেজীতে যখন মাওলানা মওদুদীর মৃত্যু দণ্ডাদেশ শুনান হয় তখন সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এক অস্থিরতার ধারা প্রবাহিত হয়। ইন্দোনেশিয়ার মুসলমাগণও অস্থির হয়ে পড়েন। ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের এক মহান নেতা মুজাহিদে আ'যম ঈসা আনছারী ইন্দোনেশিয়ার ষাটটি মুসলিম সংগঠনের পক্ষ হ'তে নিম্নে উদ্ধৃত যৌথবাণী পাক সরকারের নিকট প্রেরণ করেন। এ বাণীতে

www.pathagar.com

ইন্দোনেশীয় মুসলমানদের মাওলানা মওদুদীর প্রতি নিরংকুশ শ্রদ্ধার প্রকাশ পেয়েছে। (মাওলানা মওদুদীর বিদ্বেষী একদেশ-দর্শী স্বার্থলোভী বিরোধীরা এ বিবৃতি পাঠের পর আত্ম সচেতন হবেন কি ?)

মাওলানা মওদুদী মুসলিম বিশ্বের আমানত—

—"পাকিস্তানের মাওলানা মওদুদী ছাহেবের প্রয়োজন না থাকলেও মুসলিম বিশ্বের তাঁর প্রয়োজন আছে। আমরা ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানগণ তাঁর সাথে আছি। আমরা ইহাও মনে করি যে, আজ মুসলিম বিশ্বে তাঁর চিন্তা ধারার প্রয়োজন আছে। মাওলানা মওদুদী মুসলিম বিশ্বের আমানত।"

(মাসিক 'চেরাগে রাহ' এহতেজাজ নম্বর অক্টোবর—নভেম্বর ১৯৫৩ইং)

ইরাকের শীয়া সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা হযরত ইমাম মোহাম্মদ খালেছী ও ইরাকের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রধান নেতা আল্লামা আমজাদ যাহাদীর বিবৃতি—

ইংরেজী ১৯৫৩ সনে মাওলানা মওদুদীর মৃত্যু দণ্ডাদেশে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব যখন শিউরে উঠে তখন ইরাকের শিয়া সম্প্রদায়ের মুজতাহিদে আ'যম হযরত ইমাম মোহাম্মদ খালেছী ও ইরাকের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রধান নেতা আল্লামা আমজাদ

www.pathagar.com

যাহাদীও ব্যাকুল, অস্থির ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা ইরাকের মুসলমানদের মনের বেদনা প্রকাশ করে নিম্নে উদ্ধৃত তারবার্তা :—

১। আমীর ফয়সল সানী মুআয্যাম, বাগদাদ।

২। সুলতান আবদুল আযীয বিন সউদ, সউদী আরব।

৩। আল্লামা আয়াতুল্লাহ কাশানী, ইরান।

৪। ডক্টর মোছাদ্দেক, প্রধানমন্ত্রী ইরান।

৫ প্রধান মন্ত্রী ইরাক।

৬। জেনারেল নজীব, প্রধান মন্ত্রী, মিশর।

৭। শেইখুল আযহার মিশর হাসানুল হোযাইবী, ইখওয়ানুল মুসলেমূন প্রধান।

৮। আলহাজ আমীনুল হুসাইনী, গ্রাণ্ড মুফতী ফিলিস্তিন-এর নামে প্রেরণ করেন।

তারবার্তার এই সংক্ষিপ্ত ভাষ্যের প্রতিটি শব্দে মাওলানা মওদুদীর প্রতি এই দুই প্রধান নেতার শ্রদ্ধার ঝলক প্রকাশ পায়।

"আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি যে, ইসলামের খেদমত, মুসলিম ঐক্য অটুট রাখা, ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য সংকট নিরশন কল্পে এবং মুসলমানদের আবেগের প্রতি লক্ষ্য করে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেলের নিকট মাওলানা মওদুদীর শাস্তি (মৃত্যুদণ্ড) রহিতের দাবী করুন।"

('আসসিজিল' পত্রিকা, বাগদাদ ১৫ই মে ১৯৫৩ইং)

———

www.pathagar.com

মিশরের প্রখ্যাত আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত আল্লামা নূরুল মাশায়েখ মুজাদ্দেদীর বিবৃতি—

১৯৫৩ইং-এ পাক সরকার যখন মাওলানা মওদুদীর ফাঁসীর হুকুম ঘোষণা করেছিলেন তখন হযরত আল্লামা নূরুল মাশায়েখ মুজাদ্দেদী কায়রোর প্রসিদ্ধ "আল আহরাম" পত্রিকায় ১৭ই মে ১৯৫৩ইং সংখ্যায় যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, উহা মাওলানা মওদুদীর গুরুত্বের পূর্ণ প্রকাশ ও প্রকৃষ্ট উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করে—

"মহা সম্মানিত ওলামায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত মাওলানা মওদুদীর (মৃত্যু) দণ্ডাদেশের প্রতিফল এই হবে যে, মুসলিম বিশ্ব পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হবে। আজ পাক সরকার যাদের উপর অত্যাচারের ষ্টিম রোলার চালাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে সে সত্যপথের সৈনিকদেরই সাহায্য প্রার্থনা করা হবে। হাক্কানী ওলামায়ে কেরামের একজন দীনী ব্যক্তিত্বের শাস্তি প্রদান প্রকৃত পক্ষে দীনের অবমাননা ও শাস্তির শামিল।"

('আল আহরাম' পত্রিকা, ১৭ই মে ১৯৫৩ইং কায়রো, মিশর)

ভারতীয় উপ মহাদেশের শ্রেষ্ঠতম আলেম মাওলানা আবুল কালাম আযাদের মন্তব্য—

"মাওলানা আবুল আ'লার বিরাট খেদমতকে মুসলিম মিল্লাত কখনও অস্বীকার করতে পারবে না যে, এমন উজ্জ্বল কার্য্যাবলী

www.pathagar.com

ইসলামী নব জাগরণ ইতিহাসের প্রতিষ্ঠা অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের জন্য গৌরবের বস্তু ও প্রচ্ছদপট সমতুল্য।

মাওলানা সত্যরূপ ফুল বাগানের সম্বল ঘাস ও লালা ফুল সমতুল্য, যাদের সুগন্ধী সকল ঋতুতে বিরাজমান, সর্বদা বাতিলের দুর্গন্ধকে পরাভূত করে সত্যান্বেষীদের অন্তর ও মস্তিষ্ককে সুগন্ধময় করতে থাকে আর যা কখনও ধ্বংস হবে না।

ثبت است بر جریدۂ عالم دوام ما

(পৃথিবীর মানচিত্রে আমাদের স্থায়ীত্ব প্রমাণিত।)

স্বাক্ষর :—(আবুল কালাম) ابو الکلام

(আসাদ গীলানী প্রণীত "মাওলানা মওদুদী সে মিলিয়ে পৃষ্ঠা ৪।)

মাওলানা মওদুদী অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামী চিন্তাবিদ ও অনন্য সাধারণ বিদ্বান।

(সপ্তাহিক 'আল ইমাম' ভাওলপুর)

মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান, দারুল উলুম করাচীর মুহতামিম হযরত মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী (রহঃ) ছাহেবের অভিমত—

"আমি ইহা জানতে পেরে বড়ই দুঃখিত হ'লাম যে, পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের অধিকাংশ নেতা জামাআতে ইসলামী ও মাওলানা মওদুদীর বিরুদ্ধে সভা-সমিতির মাধ্যমে অপবাদ ছড়ানের

www.pathagar.com

কাজে ব্যস্ত আছেন, যদ্দরুন মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি বেড়েই চলেছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দীনের খেদমতের জন্য হেদায়েত করুন। আমীন।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের আন্দোলনে মুসলিম জনসাধারণকে জামাআতে ইসলামী পাকিস্তানের সহযোগিতা করা উচিৎ। আপনাদের এই কু-ধারণা করা অনুচিৎ যে, জামাআতে ইসলামী আল্লাহ তাআলার বিধি বিধানকে প্রতিষ্ঠা করার পরিবর্তে আল্লাহর বিধানের ধ্বংস করার কাজে ব্যস্ত, জামাআতে ইসলামীর সাথে মিলে মিশে কাজ করুন!"

স্বাক্ষর :—

মোহাম্মদ 'শফী' আফিয়া আন্হু করাচী—৫

২৭।৪।৮২ হিজরী

(সাপ্তাহিক 'সায়ের ও সফর' মুলতান ৩০।১০।৬২ইং সংখ্যা)

দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্রাসার মুহতামিম হযরত মাওলানা কারী মোহাম্মদ তাইয়েব ছাহেবের অভিমত—

"মাওলানা মওদূদী ইসলামী চিন্তাধারা সম্পর্কে অত্যন্ত উপাদেয় ও মূল্যবান সম্পদের সমাবেশ করেছেন। এ বিশৃঙ্খলা ও সংমিশ্রণের যুগে যে প্রাণপণ প্রচেষ্টায় মাওলানা মওদূদী ইসলামী দর্শন সম্পর্কে সুষ্ঠু সমাধান পেশ করেছেন উহা তাঁরই কৃতিত্ব। আমি তাঁকে ইসলামী দর্শন সম্পর্কে একজন শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক

www.pathagar.com

চিন্তাবিদ বলে মনে করি। এবং দর্শনের সীমা পর্য্যন্ত তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ ইসলামী নেতা মেনে নিয়ে তাঁর বক্তব্য সমূহকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি।"

(مولانا مودودی سے ملئے গ্রন্থ হ'তে সংকলিত।)

(২)

"জামাআতের (জামাআতে ইসলামীর) মূলনীতিতে শরীয়ত বিরোধী কোন কথা দৃষ্টি গোচর হয়নি।"

(রেসালায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ, জুন ৫১ইং)

(৩)

'মোহতারাম মাওলানা মওদূদী ছাহেব পৃথক এই শিরোনামেই আন্দোলন শুরু করেন এবং এই মূলনীতিতেই জামাআতে ইসলামী নামে একটি সংগঠন কায়েম করেন। এই আন্দোলন ও সংগঠন ইসলামী চিন্তাধারার সীমারেখা পর্য্যন্ত জাতির বিরাট উপকার সাধন করেছে। আর তাঁর যুক্তিপূর্ণ ও সুদৃঢ় বর্ণনা রীতি এবং যুক্তি-নীতি দেশের শিক্ষিত সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। বিশেষতঃ ইংরেজী শিক্ষিত সমাজ যাদের সামনে ইসলামী দর্শনের কোন সুষ্ঠু চিন্তাধারার ধারনাই ছিল না, তারা এখন ইসলামী সমাজ জীবন ও দীনী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অতি নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছে, যার জন্য সমগ্র জাতি তাঁর ঋণ স্বীকার করা আবশ্যক—।"

(কারী মোঃ তাইয়েব ছাহেব রচিত 'ফিত্‌রী হুকুমত' হ'তে সংকলিত—১৯৪৯ইং।)

www.pathagar.com

হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী ছাহেবের অভিমত—

"মাওলানা মওদূদীর রচনারীতি, সুদৃঢ় দলীল প্রদান, মৌলিক ও বুনিয়াদী যুক্তিরীতি এবং সর্বোপরি তাঁর সরল পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারা আমাদের পতিত স্বভাব ও প্রাকৃতিক বুদ্ধিমত্তার অত্যন্ত উপযোগী, এমনি মনে হয় যেন তাঁর কলম আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ও যোগ্যতা নিয়ে আমাদের নির্বাক প্রতিভা ও চাহিদার ব্যাখ্যা করছে। আমি ঐ সময়ের কথা কখনও ভুলব না যখন আমরা কয়েক বন্ধু নদওয়া বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পার্শ্ববর্তী মেহমান খানার সামনে বসে মহরম ৫৬ হিজরীর 'তরজুমানুল কোরআন' এর ইশারাত পড়ছিলাম, যাতে আগত ঝড়-ঝঞ্ঝার সংবেত প্রদান করা হয়েছিল। ইহা ছিল মাওলানা মওদূদীর একটি বিস্ময়কর প্রবন্ধ, যার গুঞ্জরণ বহুদিন যাবৎ শুনা যাচ্ছিল। আমরা সকলে মাওলানার বুদ্ধির প্রখরতা, সঙ্কটের সঠিক নিরূপণ এবং লিখনি শক্তির মন খুলে প্রশংসা করলাম, এরপর মাওলানার সবল লিখনির যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হত আমরা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সেগুলো পড়তাম।"

(মাওলানা আস্‌আদ গীলানী রচিত مولانا مودودی سے ملئے গ্রন্থ হ'তে সংকলিত—পৃঃ ২৯।)

———

www.pathagar.com

পাকিস্তান আহলে হাদীছ সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি হযরত মাওলানা মোহাম্মদ দাউদ গযনভীর অভিমত—

মাওলানা মওদূদীর উপর যখন অসংখ্য ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হচ্ছিল। তখন মুলতান হতে এক ভদ্রলোক উহার প্রকৃত তথ্য জানার উদ্দেশ্যে হযরত মাওলানা মোহাম্মদ দাউদ গযনভীর নিকট এক চিঠি লেখেন, মাওলানা প্রকৃত অর্থে একজন খাঁটি আলেম। তিনি ঐ চিঠির যে জবাব প্রদান করেছিলেন উহা মুলতানের সাপ্তাহিক 'সাইর ও সফর' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার ১০ই নভেম্বর ১৯৬২ইং সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাঁর উত্তর যদিও অতি সংক্ষেপ তবুও উহা প্রামাণ্য ও পরিপূর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ করা যেতে পারে না। তিনি লেখেন—

"এ সম্পর্কে স্বয়ং মাওলানা মওদূদীকে জিজ্ঞাসা করুন। তাঁর জবাব সঠিক হবে এবং সর্বপ্রকার সন্দেহ ও বিভ্রান্তিকে দূর করে দেবে। আমার ধারণা মতে তাঁর উপর আনিত অভিযোগসমূহ সঠিক নয়। এরূপ ভিত্তিহীন অভিযোগ দাঁড় করান ন্যায় নীতির—পরিপন্থী। ওয়াস্ সালাম—।

(সপ্তাহিক সায়র ও সফর, মুলতান, ১০ই নভেম্বর ১৯৬২ইং)

———

www.pathagar.com

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ইদরীস কান্দালুভীর ফতুয়া—

সওয়াল ঃ— জামাআতে ইসলামী সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ কি ?

জবাব ঃ—"আমি কোন দল বা সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত নই এবং কোন সংগঠনের সাথে কোন প্রকারের সম্পর্কযুক্তও নই। জামাআতে ইসলামী এখন দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, শরীয়তের দৃষ্টিতে তার হুকুম (অবিভক্ত ভারতের) মুসলিমলীগের অনুরূপ। যেমন হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) ও হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমাদ ওচ্‌মানী (রহঃ) কংগ্রেসের পরিবর্তে (মুসলমানগণকে) মুসলিমলীগে যোগদানের ফতুয়া দিয়েছিলেন। তদ্রূপ বর্তমানে পাকিস্তানে জামাআতে ইসলামী। যারা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছে, এতে শুধু এই সীমারেখা পর্যন্ত তাদের সহযোগীতা করা আবশ্যক বলে মনে করি। আর যে সকল লোক বা যে সকল দল শুধু জাতীয়তাবাদ বা দেশাত্মবোধ অথবা ইসলামের লক্ষ্য ব্যতীত শুধু গণতন্ত্রের নামে, তারা কংগ্রেসের হুকুম রাখে। তাদের থেকে এড়িয়ে থাকা আবশ্যক! এতদ্ব্যতিত জামাআতে ইসলামীর আর কি কি আকীদা আছে তা আমার জানা নেই। শুধু শুনা কথার উপর ভিত্তি করে হুকুম দেয়া জায়েয নেই।

لِمَ تَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّ تَحْسَبُوْنَهٗ

www.pathagar.com

هَيِّنًا وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ -

"তোমরা মুখে এমন কথা কেন বল ? যার সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই, আর তোমরা একে সহজ মনে করছ। অথচ আল্লাহর নিকট ইহা বিরাট।"

সুতরাং আবেদন এই যে, যতটুকু উদ্দেশ্য পরিষ্কার ও নিঃশংসয়-ভাবে শরীয়তের মোতাবেক হবে ওতে এ জামাআতের সহযোগীতা করবেন। আর অন্যান্য মাসয়ালায় ফকীহগণের অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে আবশ্যক, সৌভাগ্যের নিদর্শন ও পরকালের সম্পদ বলে মনে করবেন। আমার উদ্দেশ্য এই যে. সঠিক উদ্দেশ্যের মধ্যে যা শরীয়তের মোতাবেক হয় তাতে সহযোগীতা করবেন। বাকী দীনী কাজকর্মে হানাফী ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণের মতানুযায়ী চলবেন।

স্বাক্ষরঃ—মোহাম্মদ ইদরীস গুফেরা লাহু
৬ই রজবুল হারাম ১৩৮১ হিজরী ।

(সাপ্তাহিক 'সায়র ও সফর' মুলতান ও সাপ্তাহিক 'শিহাব' লাহোর, ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩ইং)

নিম্নলিখিত ওলামায়ে কেরামগণ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ইদরীস কান্দালুভীর বিবৃতির সাথে একমত হয়ে সাপ্তাহিক 'শিহাব' লাহোর এ নিজেদের সমর্থনে বিবৃতি প্রকাশ করায়েছেন, পরে যা সাপ্তাহিক 'সায়র ও সফর' মুলতান এ প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

১। (মুফতী সাইয়েদ) সাইয়্যাহুদ্দীন কাকাখীল, ফাজেলে দেওবন্দ, লয়েলপুর।

২। (হযরত মাওলানা) শাব্বীর আহমদ ওচমানী, ফাযেলে দেওবন্দ, লয়ালপুর।

৩। (হযরত মাওলানা) আবদুল গণী, কোহিনুর মিল মসজিদ লয়েলপুর (ফাযেলে দেওবন্দ)।

৪। (মাওলানা) মোহাম্মদ আহমদ, ফাযেলে কাসেমুল উলুম, লয়ালপুর।

৫। (মাওলানা) আবদুস্ সালাম ফাযেলে জামেয়া আশ-রাফিয়া, লাহোর।

৬। (মাওলানা) আবদুর রশীদ আরশাদ, ফাযেলে জামেআয়ে আরাবিয়া নিউ টাউন, করাচী।

৭। (মাওলানা) মোহাম্মদ মোসলেম কাসেমী, ফাযেলে মাদরাসায়ে আরাবীয়া কাসেমুল উলুম, মুলতান।

৮। (মাওলানা) মোহাম্মদ আনোয়ার কলীম, ফাযেলে বেফাকুল মাদারেস ও খায়রুল মাদারেস, মুলতান।

৯। (মাওলানা) মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, ফাযেলে জামে-আয়ে ইসলামীয়া, নিউ টাউন, করাচী।

১০। (মাওলানা) মোহাম্মদ আমীন, শিক্ষক ইসলামিয়াত, ইসলামিয়া হাই স্কুল, গুট্টি, লয়েলপুর।

১১। (মাওলানা) মোহাম্মদ সারওয়ার ফাযেলে কাসেমুল উলুম, মুলতান।

www.pathagar.com

ভারতীয় উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ ; ওচমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান, শেইখুল হাদিচ

হযরত মাওলানা আল্লামা মানাযের আহ্‌সান গীলানী ফাযেলে দেওবন্দ এর অভিমত-

"মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, তাঁর শান্ত স্বভাব, স্থির মস্তিষ্ক এবং গভীর দৃষ্টি ভঙ্গির উপর আমার সব সময় বিশ্বাস আছে। তিনি এক আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভায় ভূষিত। কোন মাসয়ালার সমাধানে তাঁর চিন্তাধারা গভীর ও সর্বব্যাপী বলে প্রমাণিত হয়েছে। কোন বিষয়ের কোন দিক এমন নেই যাতে তাঁর কলম চলে নি। বর্ণনা রীতি হৃদয় স্পর্শী, ব্যাখ্যা নীতি অন্তর্দর্পন, এতদ্ব্যতিত তাঁর উচ্চ স্বভাবের সাক্ষ্য তো অনেকবার বর্ণনা করেছি। আমি স্বয়ং মাওলানা আবদুল বারী সহ ওচমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার জন্য একবার নয় কয়েকবার তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছি। বস্তুতঃ ঐ সময় ওনার অর্থনৈতিক অবস্থা শূন্যের কোঠায় ছিল। ঐ সময়ও মাওলানা আমাদের পরামর্শকে অত্যন্ত হাসিমুখে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মনোবলের উচ্চাসনে তিনি সমাসীন। প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা, লিখন ও রচনা রীতিতে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী। অতিরিক্ত কিছু বলার সাহস করতে পারি না, কিন্তু আমি এতটুকু বলে দিতে চাই যে, আল্লাহ তাআলা

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদীর সাথে অসাধারণ দয়া প্রদর্শন করেছেন এবং ঈমানের যে সুদৃঢ় আলোকচ্ছটার আলো আমি তাঁর বক্ষে চমকাতে দেখ্‌তে পাই। মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর গভীর ও অটল বিশ্বাস তাঁর সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। এতদ্ব্যতিত বিশ্বের বিভিন্ন শ্রেণীর অনেক তরুন যুবক তাঁর পার্শ্বে একত্রিত হয়েছে। এ সকল ঈমানী শক্তি, জ্ঞান ও প্রতিভাকে পাথেয় করে তিনি যদি আল্লাহর পথে আহ্বানকে প্রধান উদ্দেশ্য করে দাঁড়ায়ে যান এবং উর্দু, ইংরেজী ও হিন্দি ভাষায় প্রচার কার্য্য চালায়ে যান, তাহোলে মানুষ তা তাড়াতাড়ী গ্রহণ না করলেও ইসলাম যে স্বভাবজাত প্রশ্নের জবাব অন্ততঃপক্ষে অন্তরে সে আলোক রশ্মি তো ইন্‌শা আল্লাহ প্রজ্জলিত হবেই।"

(আসআদ গীলানী রচিত مولانا مودودی سے ملئے গ্রন্থ হতে সংকলিত পৃঃ ৯৮।)

(২)

'সম্ভবতঃ এরূপ দুর্ভাগা মুসলমান খুব কমই আছে, যার অন্তর মাওলানা মওদূদী ছাহেবের বাগ্মিতা প্রভাব সৃষ্টিকারী ও হৃদয়স্পর্শী রচনাবলী পাঠ করে দোআ করে না। আজও এমনি দুর্ভাগা, হতভাগা ও হিংসুক কোন মুসলমান হবে, যার অন্তর মাওলানার এ খাটি কোরআনী আহ্বানের বিরুধিতা করার দুঃসাহস করতে পারে?"

(আখবারে 'ছিদক' ১০ই আগষ্ট ১৯৫০ ইংরেজী।)

www.pathagar.com

লক্ষ্ণৌ নদওয়াতুল ওলামা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুফতী হযরত মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ সায়ীদ ছাহেবের ফতুয়া—

"জামাআতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের প্রতিটি ধারা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছি। এর কোন কথা শরীঅত বিরোধী বলে মনে হয় নি। বরং এর অনুসারে ও এ মোতাবেক ইসলাম প্রচারকারী ব্যক্তি প্রশংসার যোগ্য, আল্লাহর নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির অধিকারী এবং দীন ইসলামের প্রকৃত খেদমত। অন্যান্য ইসলামের খেদমতকারীদের সাথে অবশ্য কর্মনীতিতে পার্থক্য আছে কিন্তু এ পার্থক্য ইসলামের মূলনীতি ও শরীঅতের পক্ষে কোন ক্ষতিকর বলে মনে হয় না। আল্লাহর পক্ষে আহ্বানকারী ও সংস্কারক প্রত্যেকেই নিজ নিজ নিয়ত ও খেদমত অনুযায়ী আল্লাহর নিকট পুরস্কার ও চওয়াবের অধিকারী হবেন।"

নিম্নোক্ত আলেমগণ উপরোক্ত ফতুয়ার সাথে একমত হয়ে দস্তখত করেছেন।

১। মোহাম্মদ জহুর নদভী।

২। (মাওলানা) আবদুল হাফীজ, ফাযেলে দেওবন্দ।

৩। (মাওলানা) মোহাম্মদ হালীম আতা।

৪। (মাওলানা) আবুল এরফান (শেইখুল হাদীচ)।

(কিয়া জামাআতে ইসলামী হক পর হ্যায় পৃঃ ১৫৬ হতে সংকলিত।)

www.pathagar.com

টঙ্ক এর শরীয়ত বিভাগের সাবেক মুফতী হযরত মাওলানা আহমদ হাসান ছাহেবের ফতুয়া—

"আমি জামাআতে ইসলামীর, গঠনতন্ত্রের শুরু হ'তে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করেছি। এতে এমন কোন কথা নেই, যাকে দেখে বলা যেতে পারে যে, ইহা আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসন্তুষ্টির কারণ। জামাআতে ইসলামী যে উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রচার করে, এই উদ্দেশ্য ও আদর্শের দিকেই আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম লোকদিগকে আহ্বান করেছেন ও আল্লাহর বান্দাদিগকে দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহর নিকট এরূপ কাজই মূল্যবান এবং পুরস্কারের যোগ্য।"

স্বাক্ষর :— আহমদ হাসান
সাবেক মুফতী- মাহকামায়ে শরীআত টুঙ্ক।
(আখবারে 'ছিদক' পৃঃ ১৫৬ হতে সংকলিত।)

শেইখুল হিন্দ হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওছমানীর নাতী মাওলানা আমের ওছমানী ফাজেলে দেওবন্দের অভিমত—

"মাওলানা মওদূদীই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর প্রতিভা, রচনাশৈলী, দীনী জ্ঞান, অসীম একাগ্রতা ও উৎসাহ উদ্দীপনা শুধু পাকিস্তানই নয় বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে এমন এক মহান রচনা ভাণ্ডার দান করেছেন যে, এর কোন মূল্যায়ণকারী থাকলে এর প্রতিদানে সমগ্র

www.pathagar.com

পৃথিবীও নগণ্য। তাঁর পেশকৃত রচনাবলীর এক একটি মুক্তা দ্বারা তুলনীয়।"

(চেরাগে রাহ, এহ্‌তেজাজ সংখ্যা পৃঃ ১৯ হতে সংকলিত।)

কলিকাতা ও ঢাকা গভর্ণমেণ্ট আলীয়া মাদরাসার সাবেক হেড মাওলানা ও করাচী আরবী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান।

শেইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা যাফর আহমদ ওছমানী থানবী ছাহেবের অভিমত—

"ইসলামের কালেমার দ্বিতীয় অংশ محمد رسول الله এর অর্থ :— সত্যের মাপকাঠি সাইয়েদুনা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি নন্। সুতরাং এই ভাষ্যই প্রত্যেক মুসলমানের আকীদা ও বিশ্বাস হওয়া উচিৎ। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, ليس منا احد الا راد ورد الا صاحب هذ القبر الكريم (এই মহিমান্বিত কবরের অধিবাসী ছাড়া আমাদের আর সকলের কথাই প্রত্যাখ্যান যোগ্য।) প্রকাশ থাকে যে, ইমাম মালেক (রহঃ)-এর এ কথার উদ্দেশ্য হল, নবীগণ ছাড়া আর সকলের কথাই প্রত্যাখ্যান যোগ্য। ইহা দ্বারা অনর্থক আম্বিয়া ও আওলিয়াগণের মানহানী ও মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার অর্থ টেনে নেওয়া অন্যায়।"

স্বাক্ষর— যাফর আহমদ থানবী

(সাপ্তাহিক 'সায়র ও সফর' মুলতান, ৩১।১০।৬২ইং)

www.pathagar.com

(২)

"আমি মাওলানা মওদূদীর নাম নিয়ে কোথায়ও বিরোধিতা বা কুৎসা করিনি। ইহা ভিন্নতর কথা যে, কেহ হয়তো যায়েদ, আমরের নামে প্রশ্ন করেছেন এবং মাওলানা মওদূদীর ভাষ্য হতে কাট ছাঁট করে আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে, একব্যক্তি এরূপ বলে, তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? আর আমিও যায়েদ, আমরের উপর ফতুয়া দিয়েছি, সে ব্যক্তি উহাকে মাওলানা মওদূদীর উপর লাগায়ে দিয়েছে। ওয়াস্ সালাম।"

স্বাক্ষর—জাফর আহমদ ওচমানী

২৮শে রবিউল আউয়াল ১৩৮২ হিজরী।

(সাপ্তাহিক 'শিহাব' লাহোর ও সাপ্তাহিক 'সাইর ও সফর' মুলতান—৩১।১০।৬২ইং।)

ভুপাল রাজ্যের বিচার বিভাগের কাযী হযরত মাওলানা আবদুল হাদী ছাহেবের অভিমত—

"ভারতবর্ষে জামাআতে ইসলামী যে দীর্ঘদিন যাবৎ ইসলামের প্রচার ও প্রকাশনার কাজ চালায়ে যাচ্ছে, শরীয়তের দৃষ্টিতে এর উদ্দেশ্য ও কর্মনীতিতে কোন কথা আপত্তিকর বলে পরিলক্ষিত হয় না। আর যে ব্যক্তি এর ইসলামী নীতি মোতাবেক ইসলামের প্রচার ও প্রকাশনার কাজ করবে তার এ কাজ আল্লাহ পাক ও

www.pathagar.com

রাসূল আলাইহিস্ সালাত ওয়াস্ সালামের নিকট পসন্দনীয় ও পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।"

স্বাক্ষর :—মোহাম্মদ আবদুল হাদী,
কাযী মাহকামায়ে কাযা, ভূপাল রাজ্য

(কিয়া জামাআতে ইসলামী হক পর হায় পৃঃ ১৫৭ হতে সংকলিত)

টুঙ্ক এর শরয়ী আদালতের সাবেক মুফতী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ এরফান ছাহেবের ফতুয়া—

"অধিন শরীয়তের খাদেম জামাআতে ইসলামীর রচিত ও মহররম ১৩৬৯ হিজরী সনে মুদ্রিত গঠনতন্ত্র গভীর চিন্তা ও অনুসন্ধানের সাথে অধ্যায়ণ করলাম। এই গঠনতন্ত্রের কোন ধারা ইসলামী মূলনীতির পরিপন্থী নয়, যে কোন শান্ত স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি ইহা দেখার পর মেনে নিতে বাধ্য যে, এই গঠনতন্ত্রে যে সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে উহা শরীয়তের নির্দেশের একান্ত অনুরূপ এবং এ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তাবলীগ ও এশাআত ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে পুরস্কার এর যোগ্য এবং পসন্দনীয়।

স্বাক্ষর :—মোহাম্মদ এরফান খান
সাবেক মুফতী শরয়ীআদালত টুঙ্ক

('কিয়া জামাআতে ইসলামী হক পর হায়" গ্রন্থ পৃঃ ১৫৮ হতে সংকলিত)

———

www.pathagar.com

টুঙ্ক এর দারুল উলুম খলীলীয়ার সাবেক প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা আবদুর রহমান চিশতী ছাহেবের অভিমত—

"ভারতবর্ষে জামাআতে ইসলামী নামে একটি জামাআত দীনের তাবলীগ ও এশাআতের কাজ করছে। এক ব্যক্তি ঐ জামাআতের এক কপি মুদ্রিত গঠনতন্ত্র ও কয়েকখানা অন্যান্য কিতাব (তাজদীদ ও এহ্ইয়ায়ে দীন আর তাফ্হীমাত) আমার নিকট প্রেরণ করেছে এবং আমার নিকট আশা করেছেন যে, আমি যেন উক্ত গঠনতন্ত্র ও কিতাবসমূহ দেখে নিজের অভিমত ব্যক্ত করি। আমি উক্ত কিতাবসমূহ গভীর দৃষ্টিতে দেখেছি। আমার মতে উক্ত কিতাবসমূহে শরীয়তের পরিপন্থী কোন কথা নেই। আর ঐ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ইসলাম প্রচারের কাজ করা প্রকৃত দীন ও শরীয়তের অভিপ্রায় এবং আল্লাহ ও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুম পালনের অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ এরূপ কার্য্য পরিচালনাকারীদিগকে পুরস্কার দান করবেন।

কোন বাক্যের আগা-গোড়া কেটে পৃথক করে অথবা কেটে-ছেঁটে অভিযোগ করা দীনদারী ও পরহেযগারীর খেলাপ কথা, যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় এবং এরূপ ভাবে কদর্য্য অর্থ বের করে মূল রচয়িতার দিকে সম্বন্ধ করা, আলেমদের জন্য অশোভনীয়। হাঁ যে ক্ষেত্রে এরূপ অর্থের সৃষ্টি হয় ঐ ক্ষেত্রে রচয়িতার এ বিশেষ বিষয়ের উপর লেখা প্রবন্ধ পাঠ করা উচিৎ অথবা স্বয়ং মূল

www.pathagar.com

রচয়িতা থেকে উহা পরিস্কার করে নেওয়া উচিৎ। তিনিও যদি এ বিশ্রী অর্থ গ্রহণ করে থাকেন তখনই মাত্র অভিযোগ করা যেতে পারে। এখন কথা হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ সম্পর্কে, এরূপ মতভেদ তো আবহমান কাল থেকেই চলে আসছে। কিন্তু উক্ত কিতাব-সমূহে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্ব সম্মত আকায়েদের পরিপন্থী কোন কথা নেই, গোমরাহী ও কুফরী তো দূরের কথা। ঐ সকল কিতাব পাঠ করলে অন্তরে ইসলামের প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং কোরআন ও হাদীচের অনুসরণ আর ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও আল্লাহর নেককার বান্দাহদের অনুসরণের ও অনুকরণের আকাঙ্খা জাগে। আর এ চরিত্র জামাআতে ইসলামীর আন্দোলনে প্রভাবান্বিত ব্যক্তিদের মধ্যেও কার্য্যতঃ পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ তাআলা গোঁড়ামী ও হিংসা হতে রক্ষা করুন এবং মুসলমানদেরকে নেক কাজ করার তওফীক দিন।"

স্বাক্ষর :—(মাওলানা) আবদুর রহমান চিশতী
সাবেক প্রধান শিক্ষক দারুল উলুম খলীলিয়া, রিয়াসতে টুঙ্ক

("মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী হক পর হায় ?" গ্রন্থ পৃঃ ১৫৪ হতে সংকলিত)

ভারতের বিশিষ্ট আলেম হযরত মাওলানা মানযুর নো'মানীর অভিমত—

"মাওলানা মওদূদী ও জামাআতে ইসলামীর খেদমত ও নেক-কাজ সমূহের যে দিকটি অধিনের নিকট সব চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

ও মূল্যবান বলে মনে হচ্ছে তা হল এই যে, নিঃসন্দেহে হাযার হাযার তরুন যারা পাশ্চত্য শিক্ষা ও উহার শিক্ষাকেন্দ্রের নাস্তিকতার প্রভাব সৃষ্টিকারী সংশ্রবের বিষক্রিয়ায় সন্দেহ ও অস্থিরতার ধাঁধায় পড়ে ইসলামের গণ্ডি হতে দূরে সরে পড়েছিল বা দূরে সরে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিল, আর এ অবস্থায় মারা গেলে নিশ্চিত তাদের ঠিকানা জাহান্নামে হত। কিন্তু মাওলানা মওদূদীর রচনাবলী ও জামাআতে ইসলামীর পরিশ্রমে তাদেরকে শুধু পুনঃ মুসলমানই বানায়ে দেয় নি, বরং তাদের মধ্য থেকে অনেকের ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সাথে এমন গভীর সংশ্রব হয়ে গিয়েছে এবং তাদের কর্মময় জীবনে ইসলামের এমন রূপ ধারণ করেছে যে, বংশ পরম্পরায় ও উত্তরাধিকারী সূত্রে যারা দীনদার পরহেজগার তাদেরকে এদের থেকে শিক্ষা লাভ ও উপদেশ গ্রহণ করা উচিৎ।"

(مولانا مودودی سے ملئے গ্রন্থ হতে সংকলিত)

পাক-ভারত উপ মহাদেশের বিশিষ্ট আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা ছদরুদ্দীন ইছলাহী ছাহেবের অভিমত—

"আমার মধ্যে যদি এতটুকু মর্য্যাদাবোধ ও সাহসও না থাকে যে, আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অগ্রসর হব, চেষ্টা করব তা হোলে অন্ততঃ ঈমানের দাবী তো এই হওয়া উচিৎ যে, উহার আকাঙ্খা হতে মন ও মস্তিস্ককে এক মুহূর্তের

www.pathagar.com

জন্যও খালি হতে দেব না, আর আল্লাহর কিছু বান্দাহ যদি এ কাজে অগ্রসর হয় তা হোলে তাদের জন্য খাঁটি আমল, সুদৃঢ় পদক্ষেপ, আল্লাহর সাহায্য, সুসমাধান ও উদ্দেশ্যে সফলতা লাভের জন্য দোআ করব। কিন্তু এতটুকুও যদি না হয় তা হোলে এর অর্থ এ হবে যে, সত্যের মর্য্যাদাবোধের শেষ স্ফুলিঙ্গটিও আমার থেকে নির্বান হয়ে যাচ্ছে। আর এর থেকে আগে অগ্রসর হয়ে এই সত্যের দাওয়াত (জামাআতে ইসলামী)-কে যদি ফেৎনা বলে দি আর লোকদেরকে এদিকে অগ্রসর হতে বাধা প্রদান করতে থাকি এবং উহার ধ্বংস কামনা করি তা হোলে একে আমার দুর্ভাগ্যের পরিণতিই বলতে হবে, এমতাবস্থায় আমার ইসলামের নাম মুখে নিতেও লজ্জাবোধ হওয়া উচিৎ।"

(মাসিক 'তাজাল্লী' দেওবন্দ, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩ইং পৃঃ ৪২ হতে সংকলিত)

শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা ওবায়েদ উল্লাহ ছাহেব রহমানী মোবারকপুরীর ফতুয়া—

জামাআতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের মৌলিক বিশ্বাসের ২য় অংশের ৬নং ধারা যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তিকে সত্যের মাপকাঠি বানাবে না, কাউকে সমালোচনার উর্দ্ধে মনে করবে না, কারো প্রতিভা বা বুদ্ধির দাসত্বে পতিত হবে না, প্রত্যেককে আল্লাহর দেয়া পূর্ণ মাপকাঠিতে যাঁচাই বাচাই করবে আর পূর্ণ মাপকাঠিতে

www.pathagar.com

বাঁচাইর পর যে যে স্তরের অধিকারী, তাকে সে স্তরে স্থান দেবে।" সম্পর্কে শাইখুল হাদীচ হযরত মাওলানা ওবায়েদ উল্লাহ রহমানী ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করে ফতুয়া চাওয়া হলে তিনি জবাবে নিম্নোক্ত মন্তব্য করে ফতুয়া দেন।—

"প্রশ্নে উল্লেখিত ভাষ্য নিঃসন্দেহে মুমিন ও মুসলিমের আকীদা বা মৌলিক বিশ্বাস হতে পারে বরং প্রত্যেক মুসলমানের এ আকীদাই হওয়া উচিৎ। এ ভাষ্যে যা কিছু আছে তা কোরআন ও হাদীচ থেকেই গৃহীত। এ ভাষ্য দ্বারা কোন পূর্ববর্তী নবীকে অস্বীকার করা সাব্যস্ত হয় না এবং কোন ছাহাবীরও মর্য্যাদহানী বা সম্মান লাঘব হয় না।"

স্বাক্ষর :—ওবায়েদুল্লা রহমানী মোবারকপুরী

গুজরান ওয়ালা মাদরাসায়ে আরাবিয়ার হেড মোদার্রেস উস্তাযুল ওলামা হযরত মাওলানা মোহাম্মদ চেরাগ ছাহেবের অভিমত—

"মাওলানা মওদূদী মাদ্দাযিল্লাহুল আলী ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত যে জামাআত প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার সম্পর্কে এ ধারণা করা যে, "তিনি দুনিয়াকে ধোকা দিতে চান, তাঁর নিয়্যাতের খবর তো শুধু আল্লাহ তাআলাই জানেন! তিনিই অন্তর্যামী। বাহ্যিক ভাবে তো দেখা যাচ্ছে যে, এক ব্যক্তিকে ফাঁসীর দণ্ডাদেশ দেয়া হচ্ছে আবার তাঁকে বলা হচ্ছে যে, শুধু

www.pathagar.com

দয়া প্রার্থনাই কর, কিন্তু তিনি এ দণ্ডাদেশের কথা শুনে কোন দুর্বলতা দেখান নি, আর দয়ার দরখাস্ত তো নিজে করেনই নি বরং নিজের সংশ্রবের লোকদিগকে এর থেকে বারণ করেন। এর আগে এ ব্যক্তিকে নিরাপত্তা আইনে শাস্তি দেয়া হয়। পুনঃ এতে ক্রমান্বয়ে শাস্তি বাড়তেই থাকে, কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে কোথায়ও খোসামোদ তোষামোদ ও দুর্বলতা প্রকাশ পায়নি। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কেউ যদি বলে যে, সে ধোকাবাজ ও রিয়াকার এরূপ লোককে মাতালই বলতে হবে।"

স্বাক্ষর :— মোহাম্মদ চেরাগ

(মুলতান থেকে প্রকাশিত সপ্তাহিক 'সাইর ও সফর' ১২।১২।৬২ইং সংখ্যা থেকে সংকলিত।)

শাইখুল জামেয়া আব্বাসিয়া ভাওলপুর (ভারত) হযরত মাওলানা মোহাম্মদ নাযেম ছাহেব নদভীর অভিমত—

"আমার মতে জামাআতে ইসলামী ও তার আমীর মাওলানা আবুল আলা মওদূদী নিজ সাধ্যানুযায়ী দীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। সম্ভবতঃ জামাআতে ইসলামীর অসংখ্য গ্রন্থরাজীর মধ্যে এমন কিছু কিতাবও থাকতে পারে যার সাথে কোন কোন লোকের মতভেদ হতে পারে, কিন্তু মোটামুটি হিসেবে এ জামাআত দীনের উন্নতিকল্পে সচেষ্ট। কোন কোন বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ থাকাটা কোন নূতন কথা নয়, চিন্তা ও দর্শনের মতদ্বৈততা

www.pathagar.com

আবহমান কাল থেকেই চলে আস্‌ছে। ইসলামের জ্ঞান-ভাণ্ডার ও ধর্মীয় ইতিহাসে আলেমগণের অনেক বিষয়ে মতভেদ ছিল ও আছে। প্রচেষ্টা ও উদ্ভাবনার যদি মতভেদ না থাকতো তা হোলে এত মযহাবের সৃষ্টি হত কিভাবে? বরং হানাফী মযহাবের ইমামগণের মধ্যেও মতদ্বৈততা বিদ্যমান। ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ)-এর দুই মহান শাগরিদ ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ বিন হাসান শাইবানী তাঁদের উস্তাদ হযরত ইমাম আযম (রহঃ)-এর সাথে শত শত মাসয়ালায় দ্বিমত পোষণ করেছেন। ইহা এমন প্রসিদ্ধ কথা যে, ফিকাহ শাস্ত্রের একজন সাধারণ ছাত্রেরও ইহা অবগত আছে। সুতরাং মাওলানা মওদুদী যদি কোন মাসয়ালায় এমন কোন মত প্রকাশ করে থাকল যা' অন্য কোন আলেমের মতের বিরোধী। তাই এর উপর ভিত্তি করে তাঁকে বিদ্রূপ করা বা সাধারণ লোকদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে উচকানী দেওয়া কোন আলেম বা দীনদার ব্যক্তির পক্ষে অশোভনীয় ও অনুচিৎ।

মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে একথা বলা যে, "তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত নন।" তা এমন ব্যক্তিই বলতে পারে যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন্, অথবা সে মাওলানা মওদূদীর রচিত কিতাবসমূহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে না বরং অপরের পথভ্রষ্টকারী প্রপাগাণ্ডায় প্রভাবান্বিত হয়ে হিসাব-কিতাবের দিনের ভয়ের কথা মন থেকে মুছে ফেলে যাই মনে আসে তাই বলে ফেলে, অথবা যদি আলেম হন তাহোলে শত্রুতামূলক তাঁকে মো'তাযেলী

www.pathagar.com

বলে থাকেন। বস্তুতঃ মাওলানা মওদূদী একজন খাঁটি সুন্নী মুসলমান, নিশ্চিত মো'তাযেলী নন্। ইহা অনর্থক এক মিথ্যা অপবাদ। মাওলানা মওদূদী নূতন কোন মযহাব পেশ করে নি। তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতের বিরোধী কোন আকীদা পেশ করেছেন কি? এরূপ করে থাকলে তাহলে বলুন কোন্ আকীদা পেশ করেছেন? তিনি কি ইসলামের পাঁচ রুকনের কোন রুকনের এমন কোন ব্যাখ্যা করেন যা সর্ব সম্মত ব্যাখ্যার বিপরীত? সূদ, জুয়া, মদ, ব্যাভিচার ও মিথ্যা অপবাদ হারাম হওয়ার তিনি কি বিশ্বাসী নন্? মেয়েদের পর্দাহীনতা, গায়রে মুহাররম পুরুষ ও স্ত্রীদের পাশ্চাত্যধরণের মিলা-মিশা তিনি কি জায়েয বলেন? তিনি কি হাদীচকে দলীল হিসেবে পরিগণিত হওয়া অস্বীকার করেন? যদি এগুলির কোনটিই না হয়, তবে উহা আবার কোন মযহাব যা তিনি পেশ করছেন?

আমি মওলানা মওদূদীর রচিত কিতাবসমূহের যতটুকু অধ্যায়ণ করেছি, তাতে এ প্রকাশ পায় না যে, তিনি লোকদেরকে কোরান ও হাদীচ থেকে দূরে সরায়ে নিতে চান. বরং তার বিপরীত তাঁর রচনাবলীতে কোরআন ও হাদীচের দাওয়াত পাই, এবং তাঁর কিতাবসমূহ পাঠকারীদের অন্তরে দীনের আগ্রহ বাড়ে বৈ কমে না। ইসলামের শত্রুদের উত্থাপিত প্রশ্ন সমূহকে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় এবং বাগ্মায় ধারায় রহিত করেন, মুসলমানদের সৌভাগ্য যে, এযুগে মাওলানা মওদূদীর মত ক্ষুরধার লিখক, শান্ত স্বভাব, স্থির মস্তিষ্ক ও সঠিক চিন্তাবিদ আলেম জন্ম গ্রহণ করেছেন। যাঁর গ্রন্থসমূহ দ্বারা ইসলামী জ্ঞান ভাণ্ডারে মূল্যবান সম্পদের যোগ হয়েছে।

www.pathagar.com

আর যাঁর লিখনী ইসলামী গ্রন্থাগারের এক অভাব মোচন করেছে।

মাওলানা মওদূদী ছাহেব, যিনি দীনকে প্রতিষ্ঠিত ও দীনের উচ্চ মর্য্যাদা দানের নিমিত্ত সর্ব বৃহৎ কোরবানী পেশ করেছেন এবং সর্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছেন, আর যাঁর জীবন আমার জানা মতে দীনদার ব্যক্তিদের ন্যায় পবিত্র ও পরিষ্কার এবং শরীয়তের পায়বন্দ জীবন। তাঁর বিরুদ্ধে কোন কোন অপরিণামদর্শী ব্যক্তির দোষারোপ অথবা তাঁর বিরুদ্ধে কু-ধারণা সৃষ্টি করার অকৃতজ্ঞ প্রচেষ্টা অত্যন্ত দোষনীয়। মাওলানা মওদূদী ওলামায়ে বেরেলী অথবা ওলামায়ে দেওবন্দের সাথে সংশ্রব না রাখার কারণে তাঁকে বাতিলপন্থী বলা ঠিক নয়। মুসলিম বিশ্বে এমন হাযার হাযার বরং লাখ লাখ আলেম আছেন যাঁরা এ দুই চিন্তা ধারার পাদপীঠের সাথে সম্পর্ক যুক্ত নন্। বর্ণিত গুণাবলী সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করবার পর এও বলে রাখা আবশ্যক মনে করি যে, মাওলানা মওদূদী নিষ্পাপ ইমাম নন্, যুগের মুজতাহিদও নন্, তাঁর সব মতই যে সঠিক হবে তাও নয় আর তিনিও এ দাবী করেন নি। তিনি মানুষ, তাঁর মধ্যে মানবিক দুর্বলতাও হতে পারে। তিনি ভুল করতে পারেন, তাঁর বর্ণনা ধারায় অসাবধানতাও হতে পারে। লিখনির পদস্খলনের সাথে সাথে চিন্তাধারা ও মতেরও পদস্খলন হতে পারে। তাঁর ভুলসমূহ ও লিখনিধারার অসাবধানতাসমূহ তুলে ধরার ওলামায়ে কেরামের পূর্ণ অধিকার আছে। দার্শনিক পদ্ধতিতে তাঁর মতবাদ, দলীল গ্রহণ রীতি ও উদ্ভাবন নীতি সম্পর্কে বিরোধীতা করা কোন অন্যায় নয় আর প্রত্যেক মত পার্থক্যকে— অসৎ উদ্দেশ্য ও শত্রুতাও বলা যেতে পারে না।" ইতি— স্বাক্ষর :— মোহাম্মদ নাযেম নদভী

(সাপ্তাহিক 'সাইর ও সফর' মুলতান, ২৩।৩।৬৩ইং সংখ্যা)

www.pathagar.com

চট্টী জিরীন মাদরাসায়ে ইসলামীয়া আরবিয়া মাহমুদিয়ার মুহতামিম শাইখুল আদব ওয়াত্ তাফ্সীর হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ছাহেব ফাযেলে দেওবন্দ এর অভিমত—

"ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানের দাবী ও দীনি কর্তব্য। নবীগণ এই কাজের নিমিত্তই এসেছিলেন। প্রত্যেক নবীই তাঁদের উম্মত থেকে এ ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, তাঁরপর তারা এ কাজ সমাধা করতে থাকবে। আল্লাহর শেষ নবী হযরত মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলা-ইহি ওয়া সাল্লাম নিজের নবীয়ানা জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত এ উদ্দেশ্য সম্পাদনেই ব্যয় করেছেন, আর এ কাজের দায়িত্ব তিনি তাঁর উম্মতের উপর অর্পণ করে এ নশ্বর জগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।

যে ব্যক্তিই ইসলামকে সত্য দীন হিসেবে বিশ্বাস করে, তার কর্তব্য হল সে সাধ্যানুযায়ী ইসলামের অনুসরণ করবে, এবং পরিবেশকেও তদনুযায়ী ঠিক করতে চেষ্টা করবে। ইসলামী বিধানের অর্থ হল নিজের জীবনের যাবতীয় কাজ আল্লাহর বন্দেগী ও তাঁর দেওয়া বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করা। কোরআন করীম ও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী পাঠক মাত্রই দেখতে পাবেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে অত্যন্ত পরিপূর্ণ ও সর্বব্যাপী হেদায়েত দান করেছেন। যা' আমাদের নৈতিক চরিত্র গঠন, সমাজ-জীবন, রাষ্ট্রিয় জীবন, অর্থনীতি, বিচার বিভাগ, আইনবিধান, সন্ধি ও যুদ্ধ প্রত্যেক ক্ষেত্রে এক বিশেষনীতি

www.pathagar.com

মেনে চলার সবক দেন। এ নীতি মেনে চললে আমাদের ইহ ও পরকাল সুখময় হবে এতে আমরা পরিপূর্ণ ন্যায় বিচার ও ভারসাম্য রক্ষা এবং পুত পবিত্র নৈতিক চরিত্র গঠনের সন্ধান পাই। আমরা অনুভব করি যে, এর অনুসরণ করলে আমরা ইহকালে উন্নতি লাভ করতে পারব এবং পরকালেও মুক্তি পাব।

জামাআতে ইসলামী এ আবেগেই দীন প্রতিষ্ঠার মত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদনের নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করছে, জামাআতে ইসলামী ইসলাম ও তার সমাজনীতির এমন ব্যাখ্যা পেশ করছে যা ধর্মীয় অনুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিদের আকীদার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল, অপরদিকে আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এ শান্তনা দিচ্ছে যে, ইসলামী জীবনবিধান বর্তমান যুগেও কার্যকরী হওয়ার পূর্ণ উপযোগী এবং সর্বোৎভাবে এর অনুসরণে আমাদেরকে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌছায়ে দিতে সক্ষম।

যদিও দীর্ঘদিন থেকেই জামাআতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ভুল প্রচারণা চালান হচ্ছে এবং এখন উহাকে বৃদ্ধি করার জোর প্রচেষ্টা চলছে, তবুও আমি দৃঢ় আস্থা পোষণ করি যে, যারা জামাআতে ইসলামীর কাজকে ইনছাফের দৃষ্টিতে দেখবে এবং জামাআতে ইসলামীর কথা বুঝতে চেষ্টা করবে তাদের জানা হয়ে যাবে যে, জামাআতে ইসলামী বর্তমান যুগে এমন একটি অভাব পূরণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যা' পূরণ হওয়া বস্তুতঃ অত্যাবশ্যক।

যে সকল হাযারাত জামাআতে ইসলামীর বিরোধীতা করাকে নিজেদের দীনী কর্তব্য বলে মনে করেছেন তাঁদের স্থির মস্তিস্কে এ

www.pathagar.com

কথাটুকু চিন্তা করা দরকার যে, তাঁরা কাদের হাত মজবুত করছেন ? এবং এ সকল হাযারাত আল্লাহর পথের বিরোধিতায় অংশ গ্রহণ করছেন না তো ?"

উপরোক্ত অভিমতের সাথে একমত হয়ে নিম্নোক্ত ওলামায়ে কেরামগণ স্বাক্ষর দান করেন।

(মাওলানা) আবদুল হক ছাহেব, মুফতী ও খতীব ইন্দ্রকোর্ট জামে মসজিদ, ওয়াহওয়া।

(মাওলানা) খান মোহাম্মদ ছাহেব, ছদরে মুদাররিস্, মাদরাসায়ে মাহমুদিয়া, তুন্সা শরীফ।

মাওলানা আহমদ বখ্শ ছাহেব, মুদাররিস্ তুন্সা শরীফ।

(মাওলানা) গোলাম মোস্তফা খান ছাহেব ফাযেলে দেওবন্দ তুন্সা শরীফ।

(دیا جماعت اسلامی حق پر ہے পৃষ্ঠা ৭২ হতে সংকলিত)

বাংলাদেশের কয়েকজন প্রখ্যাত আলেমের অভিমত—

আমরা মাওলানা মওদূদী ছাহেবের কিতাবসমূহ পাঠ করেছি এবং জামাআতে ইসলামীর কাজসমূহও দেখেছি। এতে আমরা অনুভব করতে পেরেছি যে, মাওলানা মওদূদী ও জামাআতে ইসলামী শুধু দীন প্রতিষ্ঠার প্রাণপণ চেষ্টাই করছেন। এবং পাকিস্তানে খাঁটি ইসলামী জীবন বিধান চালু করতে চায়, আর আম্বিয়ায়ে কেরাম ও ছাহাবাগণের সঠিক অংশের অনুসরণ করতে

www.pathagar.com

চেষ্টা করছে। সুতরাং এ প্রচেষ্টায় মাওলানা মওদূদী ও জামাআতে ইসলামীকে অনেক বিপদ-আপদ, কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষার অসংখ্য মনজিল অতিক্রম করতে হয়েছে। এখনও তাঁরা ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু এমন নাজুক পরিস্থিতিতে যখন জামাআতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামপ্রিয় দলসমূহ ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে; এমতাবস্থায় প্রয়োজন ছিল নিজেদের খুটিনাটি মতভেদকে দূরে রেখে সকলে সম্মলিত ভাবে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা। কিন্তু ইহা দেখে দুঃখ হয় যে, পাঞ্জাবের কিছু স্বার্থান্বেষী আলেম, কিছু স্বার্থপর নেতা ও সাংবাদিক জানি না কাদের ইঙ্গিতে মাওলানা মওদূদী ও জামাআতে ইসলামীর উপর মিথ্যা দোষারূপের এক সুশৃঙ্খল অভিযান চালায়ে ইসলামী আন্দোলনের ধারাকে স্তিমিত করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আলেমদের পক্ষে এরূপ অপবিত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহন করা বড়ই ব্যদনাদায়ক! আমরা এ সকল হাযারাতকে আল্লাহর নিকট জওয়াবদেহীর কথা স্মরণ করায়ে দিয়ে অনুরোধ করব যে, সময়ের গুরুত্বকে অনুধাবন করুন এবং ইসলামের শত্রুদের ধোকায় পড়ে ইসলামী আন্দোলনকে বিফল করার ষড়যন্ত্র হতে বিরত থাকুন! যাতে যে উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল আমাদের সে মহান উদ্দেশ্য সাধিত হয়। (১) আর এখানে (পাকিস্তানে) দ্রুত ইসলামী

টীকা :—(১) প্রকাশ থাকে যে, বক্ষমান অভিমতটি পূর্ণ পাকিস্তান থাকার সময়ের।

www.pathagar.com

শাসন বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়, যাতে করে মন্দকাজসমূহ রহিত হয় এবং সৎকাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।"

স্বাক্ষর :— (হযরত মাওলানা) মোহাম্মদ শফীক ছাহেব। শাইখুল হাদীচ মোস্তফাবিয়া আলিয়া মাদরাসাহ, বগুড়া।

(মুমতাযুল ফুক্কাহা হযরত মাওলানা) মোযাম্মেল আলী (ছাহেব) মুহতামিম মাদরাসা নজমুল উলুম, জোড়া।

(মুমতাযুল মুহাদ্দেচীন হযরত মাওলানা) আবদুল কাদের (ছাহেব) সিলহেটী।

(মুমতাযুল মুহাদ্দেচীন হযরত মাওলানা) আবুল এমরান মোহাম্মদ আবদুর রহমান ছাহেব, বোগরাবী।

(হযরত মাওলানা) আবুল ফযল মোহাম্মদ ইয়াকুব ইছলাহী (ছাহেব)।

(কিয়া জামাআতে ইসলামী হক্ক পর হায় হতে সংকলিত।)

———

www.pathagar.com

ডেরা ইসমাইল খান জিলার টাঙ্ক তহশীলের গোল ইমাম জামে' মসজিদের খতীব হযরত মাওলানা আবদুল আলী আহমদ ছাহেবের অভিমত—

"জামাআতে ইসলামীর যে সকল পুস্তক আজ পর্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে ঐ গুলোতে এমন কোন কথা পাইনি যার উপর ভিত্তি করে জামাআতে ইসলামীর বিরোধীতা করা যায় অথবা জনসাধারণকে জামাআতে ইসলামীর সাথে সহযোগিতা থেকে বাধা দেয়া যেতে পারে!

যে সকল এবারতকে বিরুদ্ধবাদীরা বিরোধীতার জন্য বেছে নিয়েছে ঐ গুলোকে যদি পূর্বাপর মিলিয়ে গভীর মনোযোগের সাথে চিন্তা করে দেখা যায় তবে ঐ সকল এবারত শরীয়তের দৃষ্টিতে দোষণীয় নয়—

لناس ما يعشقون مذ هب و ما علينا الا البلاغ—

স্বাক্ষর :-- আবদুল আলী আহমদ

(কেয়া জামাআতে ইসলামী হক পর হায় পৃঃ ৯৭০ হতে সংকলিত।)

হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) এর শাগরিদ, মাদরাসায়ে দারুল হুদার ছদরে মুদাররিস হযরত মাওলানা মোহাম্মদ খলীল ছাহেবের ফতুয়া—

"আমি জামাআতে ইসলামীর বই-পত্র ও কর্মপদ্ধতি যা' কিছু পাঠ করেছি ওর কোন কোন খুটিনাটি বিষয়ে মতভেদ হতে পারে,

www.pathagar.com

কিন্তু মোটামুটি ভাবে জামাআতের মৌলিক কাজসমূহে কোরআন ও হাদীচের বিরোধী কোন কথা পাওয়া যায় নি। বিশেষতঃ জামাআত ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ইহা মূলতঃ সকল ওলামায়ে কেরাম বরং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য কাজ ছিল। সুতরাং জামাআতে ইসলামী মোটামুটিভাবে (আমার বিবেক মতে) নিঃসন্দেহে বাতিল সংগঠন নয় বরং খাঁটি সংগঠন। তার পুস্তকসমূহ পাঠ করা বা করান, তার কর্মীদিগকে কোন দীনী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিযুক্ত করা, তার কর্মীরা যেখানে দীনের খেদমত আদায় করছেন তাদের সাহায্য এবং তাদের সাথে সর্বতোভাবে অংশ গ্রহণ ও সহযোগীতা করা জায়েয বরং উত্তম, আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ। واللہ اعلم بالصواب

স্বাক্ষর :— মোহাম্মদ খলীল উফিয়া আন্‌ছ।

হযরত মাওলানা গোলাম ঈছাসীন ফাযেলে দেওবন্দ ছাহেব বলেন—উপরোক্ত জওয়াব সঠিক ও শুদ্ধ।

শাইখুল হাদীচ হযরত মাওলানা হোসাইন আহ্‌মদ মদনী ছাহেবের বিশিষ্ট শাগরিদ হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ ফাজেলে দেওবন্দ ছাহেব বলেন—

উত্তর দাতা ঠিক উত্তরই দিয়েছেন।

(কিয়া জামাআতে ইসলামী হক পর হায় ?
পৃষ্ঠা ১৭৬ হতে সংকলিত।)

www.pathagar.com

অল ইণ্ডিয়া মজলিসে আহলে হাদীচের মজলিসে শুরার সদস্য হযরত মাওলানা নযীর আহমদ রহমানী ছাহেবের অভিমত—

"আমি জামাআতে ইসলামীর অনেক কেতাব পাঠ করেছি। বিশেষ করে যে সকল প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করে জামাআতকে দোষারোপ করা হচ্ছে তাও দেখেছি। কিন্তু আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, ঐ সকল কেতাবে আজ পর্যন্ত আমি এমন কোন কথা পাইনি যদ্বারা আমি ঐ সকল ফেৎনাকে সঠিক বলে মেনে নিতে পারি।"

(দেওবন্দ হতে প্রকাশিত মাসিক 'তাজাল্লী' ফেব্রুয়ারী ৬৩ইং পৃষ্ঠা ৪৫ হতে সংকলিত।)

ভারতের "আহলে হাদীচ' নামক উর্দ্দু পত্রিকার তৎকালীন প্রধান সম্পাদক হযরত মাওলানা চানাউল্লাহ ছাহেবের অভিমত—

"আমি এবং আহলে হাদীচ জামাআতের কোন ব্যক্তি কোন সময় দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অর্থাৎ জামাআতে ইসলামীর বিরোধিতা করি নি।

(মাসিক তাজাল্লী, দেওবন্দ, ফেব্রুয়ারী ৬৩ সংখ্যা থেকে সংকলিত।)

হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মদনীর বিশিষ্ট শাগরিদ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মাকবুল ছাহেব ফাযেলে দেওবন্দের অভিমত—

"আমি পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে বলছি যে, মাওলানা মওদূদী ও জামাআতে ইসলামী প্রকৃত পক্ষে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। গোমরাহ

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদী নন, বরং তাঁর বিরুদ্ধবাদীরাই গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট। মাওলানা মওদূদী একজন ইসলামী চিন্তাবিদ হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। যে কোন মৌলবী মাওলানা মওদূদী ও জামাআতে ইসলামীর উপর মিথ্যা দোষারোপ করছেন তাঁরা মিথ্যা অপবাদই দিচ্ছেন। আর দীন প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন মাওলানা মওদূদী চালাচ্ছেন তারা তার ক্ষতিসাধনে লিপ্ত হচ্ছেন, ইহা অত্যন্ত হীন চরিত্র ও অপরিণামদর্শীতার পরিচায়ক। আমি তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করছি যে, তারা মাওলানা মওদূদীর উপর যে সকল দোষ আরোপ করছেন ওগুলোকে কোর-আন ও হাদীচের আলোকে সঠিক বলে প্রমান করে দেখাক!

এরা কেন বিরোধিতা করছে এজন্য কোন দুঃখ নেই। কেননা, তাদের দোকানদারীর উপর যে আঘাত পড়ছে, তাদের হালুয়া রুটির যে পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে, এতে তাদের বিরোধিতা করাই অবশ্যাম্ভাবী ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে তারা জনসাধারণকেও পথ-ভ্রষ্ট করছে! আমি দাবী করে বলছি যে, মাওলানা মওদূদীর কিতাবসমূহে আপত্তিকর কোন কথা নেই। যা কিছু আছে তা প্রকৃত সত্য এবং প্রত্যেক মুসলমানের এইরূপ বিশ্বাস থাকাই বাঞ্ছনীয়। আমি জনসাধারণের কাছে আবেদন রাখব যে, তারা যেন এ বিরুদ্ধবাদী মৌলবীদের ধোকায় না পড়েন। বরং ঈমানদারীর সাথে মাওলানা মওদূদীর কিতাবসমূহ পাঠ করেন। ইন্‌শাআল্লাহ তাদের অন্তরের জগৎই পরিবর্তন হয়ে যাবে। মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি আমার ধারণায় তিনি একজন মহান

www.pathagar.com

ব্যক্তি। এরূপ আলেম, ফাজেল, যোগ্য ও বা আমল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কয়েক শতাব্দীতেই একজন জন্ম গ্রহণ করেন। মাওলানা ইসলামী ইলম ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে সমপারদর্শী।

আজ মুসলিম বিশ্বের দৃষ্টি শুধু এ এক চিন্তাবিদের দিকেই নিবদ্ধ। আমার দৃষ্টিতে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তৎসমতুল্য কোন আলেম দৃষ্টিগোচর হয় না। আমি মনে করি, এদেশে (পাকিস্তানে) যদি প্রতিষ্ঠার ফলে কোনদিন ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত হয় তবে এ জামাআতের প্রচেষ্টাতেই প্রতিষ্ঠিত হ'বে। যার আমীর মাওলানা মওদুদী অর্থাৎ জামাআতে ইসলামী! এ কারণে জনসাধারণকে বেশী বেশী করে জামাআতে ইসলামীর সহযোগীতা করা উচিৎ। নতুবা বিধর্মী শাসননীতি সারা জীবন আমাদের উপর চাপিয়ে থাকবে।"

স্বাক্ষর :— বান্দাহ মোহাম্মদ মাকবুল উফিয়া আন্হু।

(সাপ্তাহিক 'সাইর ও সফর' মুলতান, ২১শে জুলাই ৬৩)

পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা আবুল আতা ছাহেবের অভিমত—

"যে সকল মাছয়ালাকে আলেমগণ বিরোধিতার ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করেছেন আমি ওগুলো গভীর মনোযোগের সাথে অধ্যায়ণ করেছি এবং প্রত্যেকটি সম্পর্কে আমি স্বয়ং দীনদারীর সাথে এ অভিমত পেশ করছি যে, ও সবগুলো প্রাসঙ্গিক বা খুটিনাটি ব্যপার, ওগুলোর একটিও মৌলিক বিষয় নয়। যারা এগুলোকে মৌলিক

www.pathagar.com

বিষয় হিসেবে পেশ করছেন তারা মারাত্মক ভুল করছেন। তারা দীনের উপকারের স্থলে অপকারই করছেন।

স্বাক্ষর :— (মাওলানা) আবুল আতা।

(অর্দ্ধ সাপ্তাহিক 'এশিয়া' লাহোর, ২৪শে জুন ৫৩ইং)

গুজরাট জালালপুর জামে' মসজিদের খতীবে আ'যম হযরত মাওলানা নাজীরুল হক ছাহেবের অভিমত—

"মাওলানা মওদূদী ছাহেবের সব চাইতে বড় অন্যায় ও পাপ এবং সব চাইতে বড় ভুল এই যে, তিনি কোরআন ও হাদীছকে আলোচনার বিষয়বস্তু এবং হক ও একীনের কেন্দ্র বিন্দু মনে করে কোরআনী চিন্তাধারার আবদ্ধ দরওয়াজা খুলে দিয়েছেন। বর্তমান যুগের চাহিদা ও দীনী প্রয়োজন মোতাবেক কোরআনের মূল তত্ত্ব ও গুঢ় রহস্য সমূহকে অত্যন্ত উজ্জলভাবে তুলে ধরেছেন এবং ইসলামী সংস্কৃতিকে সর্ব প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন!

এটা ঐ সকল মৌলবীরা কি করে সহ্য করতে পারে? যারা কোরআনী চিন্তাধারার দরজা বন্ধ করে দিয়ে চাবি নিজেদের পকেটে নিয়ে ঘুরছেন! মাওলানা মওদূদী ছাহেব বর্তমান যুগ ও জগতের জন্য এমন একটি তাফসীর লিখে ফেলেছেন যা' আধুনিক উন্নত জ্ঞানের লোকদের সামনে ইসলামকে এক যুক্তিসংগত প্রমান হিসেবে পেশ করে তার সঠিকতা ও সত্যতার মুকাবেলায় বাতিল

www.pathagar.com

মতবাদকে নিস্তব্ধ করে দিয়েছেন। এতে হিংসা-বিদ্বেষের আগুন প্রজ্জলিত না হওয়া কি করে সম্ভব হতে পারে ?"

(বে-লাগ মোহাকামা পৃষ্ঠা ১০২ থেকে সংকলিত।)

ভারতীয় উপ মহাদেশের প্রখ্যাত আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, মুফাস্‌সিরে কোরআন, তাফসীরে মাজেদীর প্রণেতা হযরত মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী ছাহেবের অভিমত—

"জামাআতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে তিনি (মাওলানা মওদুদী) মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কে যে এবারত উদ্ধৃত করেছেন তা নিরেট সত্য ও সঠিক এবং প্রত্যেক মুসলমানের এরূপ আকীদা থাকাই বাঞ্ছনীয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যের মাপকাঠি হিসেবে স্বীকার করে নেবার সাথে সাথে প্রত্যেক নবীকে স্বীকার করাও তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। বিরুদ্ধবাদীর সম্ভবতঃ সমালোচনা, সম্মানহানী করা ও ত্রুটি অন্বেষণের মধ্যে পার্থক্যবোধ নেই। হাদীচ শাস্ত্রবিদ মুহাদ্দিসগণ রাবী বা বর্ণনাকারীদের কি কঠোর সমালোচনাই না করেছেন, তারা কি সবাই এতে সম্মানহানী করা ও ত্রুটি অন্বেষণের অপরাধে অপরাধী ? আপত্তিকারীর হয় তো অনুসরণ ও অন্ধ অনুকরণের মধ্যে পার্থক্যবোধ জ্ঞানও নেই। অনুসরণ তো নিজ উস্তাদের, পিতার, প্রত্যেক নেককার ও পরহেযগার বুযুর্গ ব্যক্তির করা যেতে পারে। অন্ধ অনুকরণ অর্থাৎ বিনা

www.pathagar.com

বাক্য ব্যয়ে পূর্ণ আনুগত্য শুধু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই করা যেতে পারে।

স্বাক্ষর :—আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী।

(২)

"(মাসিক) তরজুমানুল কোরআনের সম্পাদক (মাওলানা মওদূদী ছাহেব)-এর পরিচিতি পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তাঁর সুক্ষদর্শন, সুবাগ্মীতা ও উত্তম দীনী খেদমত সম্পর্কে অনেক আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বর্তমান যুগের সৃষ্ট ফেৎনাসমূহের প্রতিরোধ-কল্পে মাওলানা মওদূদী ছাহেবের অন্তরকে বিশেষভাবে প্রশস্ততা দান করেছেন। আধুনিকতাপ্রিয় সমাজের জন্য তাঁর লিখনীর প্রতিটি লাইন আবেহায়াত বা অমৃত সমতুল্য। এ হিসেবে আলেম সমাজের মধ্যে মাওলানার স্থান অনেক উর্দ্ধে। তিনি প্রকৃত অর্থে একজন ধর্মীয় চিন্তাবিদ।"

স্বাক্ষর :—আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী।

(سوانا سودودی سے سلام গ্রন্থ পৃষ্ঠা ৯৭ থেকে সংকলিত।)

—:০:০:—

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিশ্ববরেণ্য ওলামায়ে কেরামের

দৃষ্টিতে

মাওলানা মওদূদী ও জামাআতে ইসলামী